

# এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

## অধ্যায়-২: সুশাসন

**প্রশ্ন ১** প্রফেসর গোলাম রব্বানী সম্প্রতি 'ক' রাষ্ট্র সফর করেন। তিনি দেখতে পান, সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের মতামত খুবই প্রাধান্য পায়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়ায় সরকারের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।

(রা. বো. কু. বো. চ. বো. ব. বো.-১৮/ প্রশ্ন নং ২)

- ক. জনমত কী? ১
- খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. 'ক' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কীসের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে— তুমি কি একমত? ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত।

**খ** রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটির প্রথম প্রবক্তা হলেন আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড (Gabriel Almond)। তাঁর মতে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর বিভিন্ন অংশে ব্যক্তির নিজ ভূমিকা সম্পর্কে রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি বা দিকনির্দেশনা। রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোনো দেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণস্বরূপ। একটি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে সেখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

**গ** 'ক' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

যে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা থাকে এবং বাক-স্বাধীনতাসহ সব রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকে তাকে সুশাসন বলে। সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রশাসনিক কাজের স্বচ্ছতা, সরকারের বৈধতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জনমতের প্রতি গুরুত্ব। চলমান বিশ্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিরাজ করে, জনগণের বাক-স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয় এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়। এর ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বিরাজ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রফেসর গোলাম রব্বানী 'ক' রাষ্ট্র সফর করেন। তিনি দেখতে পান সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের মতামত প্রাধান্য পায়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। অর্থাৎ 'ক' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসনের অন্যতম উপাদান জনগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অর্থাৎ, সুশাসন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে— কথাটির সাথে আমি একমত।

সুশাসন হচ্ছে সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

সুশাসনের আর্থিক নীতি হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় হবে। সুশাসন রাষ্ট্রের আর্থিক বাতসহ সব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। বিশ্বব্যাংকের মতে— 'সুশাসন অর্থ ও মানবসম্পদ ব্যবহারের জন্য দক্ষ এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের বাজেট ও হিসাবরক্ষণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে।' সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সহিংস আচরণ এবং জ্বালাও-পোড়াও নীতি অবলম্বনের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। বিদেশি উদ্যোক্তারা শিল্প-কারখানা স্থাপনে বা পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে অর্থনীতিতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বিদেশি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করে, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, দুর্নীতি হ্রাস পায় এবং রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

**প্রশ্ন ২** মি. X ও Y দুইজন সরকারি কর্মকর্তা। মি. X প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করেন, দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন, তার অফিসের সেবা গ্রহণকারীদের স্বচ্ছভাবে দ্রুত সেবা দিয়ে থাকেন। কিন্তু মি. Y দায়িত্ব পালনকালে অবহেলা, অনিয়ম, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনসহ অনেক অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন।

(রা. বো. ১৭/ প্রশ্ন নং ২)

- ক. 'সুশাসন' প্রত্যয়টি প্রথম কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে? ১
- খ. রাজনৈতিক জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. মি. Y এর কর্মকাণ্ড কোন ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. X এর কর্মতৎপরতায় কী প্রতিষ্ঠা পাবে? রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে এর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সুশাসন প্রত্যয়টি প্রথম বিশ্বব্যাংক ব্যবহার করে।

**খ** রাজনৈতিক জবাবদিহিতা বলতে জনগণের কাছে রাজনীতিবিদদের কথা ও কাজের দায়বদ্ধতাকে বোঝানো হয়।

সুশাসনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা। জবাবদিহিতার অভাবে রাজনৈতিক দলের নেতারা জনগণকে সেবা দানের পরিবর্তে শোষণ বা ভোটের জন্য ব্যবহার করে। রাজনৈতিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে নেতারা ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেন্টসহ বিভিন্ন মাধ্যমে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। এর ফলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

**গ** মি. Y এর কর্মকাণ্ড সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাই সুশাসন। রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনগণকে সেবাদানের ক্ষেত্রে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকা এবং আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই হলো সুশাসন। আর সরকারি কাজে অনিয়ম, দুর্নীতি এবং অবহেলা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মি. Y একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি দায়িত্ব পালনকালে অবহেলা, অনিয়ম, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনসহ বহু অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন। মি. Y এর এ ধরনের কার্যকলাপ সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। কেননা তার কর্মকাণ্ডে দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রতিফলন



ঘটেছে। আর সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো দুর্নীতি। ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি। নিজের বা নিজের গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ সুযোগ নেওয়া, জনগণের অধিকারভোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, উৎকোচ গ্রহণ, দায়িত্বে অবহেলা করা প্রভৃতি দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। দুর্নীতি পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায়। দুর্নীতির কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না বা নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার ও সেবা নিশ্চিত করা যায় না। এ কারণেই সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়। তাই বলা যায়, মি. X এর কর্মকাণ্ড সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

**ঘ** উদ্দীপকের মি. X এর কর্মতৎপরতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আর রাষ্ট্রের উন্নয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সুশাসন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুশাসনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুশাসনের ফলে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুসম বন্টন ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলেই সাধারণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রের সবক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন হবে। সুশাসন বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণেও ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের মি. X একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি প্রশাসনিক কাজে দক্ষতার সাথে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তিনি একজন যুগোপযোগী প্রযুক্তিমনস্ক কর্মকর্তা। মি. X দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন এবং তার অফিসের সেবা গ্রহণকারীদের স্বচ্ছভাবে দূত সেবা দিয়ে থাকেন। তার এ সব কাজ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। যে কোনো রাষ্ট্রের উন্নয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন প্রবর্তন এবং আইন ও মানবাধিকারের যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নই সুশাসনের মূল লক্ষ্য। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুশাসন রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন ৩** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র সুমন এবং সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ছাত্র সোহান একই হলে থাকে এবং তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পদ্মা সেতু নিয়ে কথা বলছিল। সুমন বলল, বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতা ছাড়া আমরা পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এ প্রসঙ্গে সোহান বলল, যে উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অর্জিত হয়নি।

(দি. বো. ১৭/ প্রশ্ন নং ১/)

- |   |   |
|---|---|
| ক. সুশাসন কী?   | ১ |
| খ. ডিজিটাল পদ্ধতি বলতে কী বোঝ?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকের আলোকে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাস্তবতার তুলনা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সোহানের বক্তব্য কীভাবে যথার্থ? মতামত দাও।                    | ৪ |

#### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকাজ পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

**খ** ডিজিটাল পদ্ধতি বলতে বিভিন্ন কাজকর্মে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (যেমন- কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি) ব্যবহারকে বোঝায়।

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির আবেদন, রোগ নির্ণয়, বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও তার মান নিয়ন্ত্রণ, অনলাইন ব্যাংকিং, ই-শপিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর ফলে জনগণ সরকারের বিভিন্ন সেবা ও তথ্য খুব সহজে পাবে, সময় বাঁচবে এবং কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে।

**গ** বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাস্তবতার তুলনা করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায় না।

বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো— পৃথিবীর অনুরূপ দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা। উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণদানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবতার সাথে এর কোনো মিল নেই। এর বর্তমান কর্মকাণ্ড লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনেকটাই বিপরীত।

বর্তমানে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে নানারকম ষড়যন্ত্র ও হয়রানির শিকার হচ্ছে। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের পদ্মা সেতু প্রকল্প। পদ্মা সেতু প্রকল্পে স্বল্পসুদে ১২০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা দেওয়ার কথা ছিল বিশ্বব্যাংকের। কিন্তু দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে ২০১১ সালের ২৯ জুন সংস্থাটি পদ্মা সেতু প্রকল্পে তাদের ঋণচুক্তি বাতিল করে। নানা টানা পোড়নের পর শেষ পর্যন্ত ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্ব ব্যাংক দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে তাদের ঋণ প্রত্যাহার করে নিলেও ষড়যন্ত্রের কোন প্রমাণ দিতে পারে নি। এমনকি বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন এবং কানাডার আদালতও দুর্নীতির কোনো প্রমাণ পায় নি। অথচ কোনো এক অদৃশ্য কারণে, অদৃশ্য কোনো স্বার্থে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ায়। কাজেই বলা যায়, বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের সাথে তাদের বর্তমান বাস্তবতার তেমন কোনো সাদৃশ্য নেই।

**ঘ** 'যে উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অর্জিত হয়নি'— উদ্দীপকে বর্ণিত সোহানের এ বক্তব্যটি যথার্থ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্রেটন উডস সম্মেলনের মাধ্যমে 'বিশ্বব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো— ১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা করা। ২. পৃথিবীর অনুরূপ দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা। ৩. কোনো দেশকে বেসরকারি ঋণ পেতে সাহায্য করা এবং ৪. উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণদানের ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকে সোহান বলেছে, ১৯৪৪ সালে যে উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অর্জিত হয়নি। সোহানের এ মন্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক। কেননা বিশ্বব্যাংকের বেশির ভাগ মূলধন সরবরাহ করে আমেরিকা এবং ব্যাংকের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আমেরিকার প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। ফলে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বিশ্বের অনুরূপ দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতার বিষয়টি আজ চরমভাবে অবহেলিত। বিশ্বব্যাংক প্রধানত যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলোর পুনর্গঠনের কাজেই বেশি মনোযোগী। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দিক বিবেচনা না করে রাজনৈতিক স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার বন্ধু দেশগুলোকে অধিক ঋণ ও সহায়তা দেওয়া হয়। আবার বিশ্বব্যাংক স্বল্পসুদে দরিদ্র দেশগুলোকে ঋণ সহায়তা দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে এর সুদের হার অনেক বেশি। তাই ঋণের উচ্চ হারে সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে অনেক দেশ ঋণ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। তাছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। ফলে এ ঋণ তাদের উন্নয়নে খুব বেশি কাজে লাগে না।

উপরিসৃত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের সোহানের বক্তব্য যথার্থ। অর্থাৎ, বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্যসমূহ আজও অর্জিত হয়নি।

**প্রশ্ন ৪** ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক মত প্রকাশ করে যে, সুশাসন চারটি প্রধান স্তরের ওপর নির্ভরশীল। এ চারটি স্তর হলো ১. দায়িত্বশীলতা, ২. স্বচ্ছতা, ৩. আইনি কাঠামো ও ৪. অংশগ্রহণ।

(দি. বো. ১৭/ প্রশ্ন নং ২/ নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ- প্রশ্ন নং ৬/)



- ক. সুশাসন কী? ১  
খ. স্বজনপ্রীতি বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. সুশাসনের পথে বাধা দূরীকরণে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম দুটি স্তরের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩  
ঘ. “উদ্দীপকে উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর সুশাসনের পাশাপাশি গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করে”— তুমি কি এর সাথে একমত? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় শাসনকাজ পরিচালনা করাকে সুশাসন (Good Governance) বলে।

**খ** স্বজনপ্রীতির সাধারণ অর্থ হলো আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজনের প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে এ বিষয়টি এক ধরনের দুর্নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে এবং যোগ্য লোককে বঞ্চিত করে নিজের আত্মীয়-স্বজন বা ঘনিষ্ঠদের সুযোগ-সুবিধা দিলে তাকে স্বজনপ্রীতি (Nepotism) বলা হয়। যেমন-সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণত উচ্চপদের কর্তারা অনেক সময় স্বজনপ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অদক্ষ ও অযোগ্য লোক নিযুক্তি পায়। অন্যদিকে যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবী ব্যক্তিদের সেবা থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশ্বব্যাংকের চিহ্নিত সুশাসনের চারটি প্রধান স্তরের মধ্যে প্রথম দুটি স্তর অর্থাৎ দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা সুশাসনের পথে বাধা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুশাসন হলো একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া, যেখানে সমাজের সবার অধিকার ভোগের সুযোগ থাকে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি সব কার্যক্রমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। উদ্দীপকে উল্লিখিত ‘দায়িত্বশীলতা’ ও ‘স্বচ্ছতা’ এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের সকল স্তরে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। সরকারের লক্ষ্য অর্জনে কার কী দায়িত্ব এবং কোন সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করতে হবে আগে থেকে তা নির্ধারিত থাকলে শাসনকার্য পরিচালনায় কোনো প্রকার অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ থাকে না। আবার প্রশাসনের সব স্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হলে এবং সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথভাবে কাজ করলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সরকারি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। কেউ যেন ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থে কিংবা দলীয় স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের সব স্তর থেকে দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছ জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। এক কথায়, প্রশাসনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম দুটি স্তর সুশাসনের পথে বাধা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**ঘ** হ্যাঁ, উদ্দীপকে উল্লিখিত সুশাসনের চারটি প্রধান স্তরের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর সুশাসনের পাশাপাশি গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করে— এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসন বিষয়টি দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা, আইনি কাঠামো ও অংশগ্রহণ এই চারটি প্রধান স্তরের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর অর্থাৎ ‘আইনি কাঠামো’ ও ‘অংশগ্রহণ’ সুশাসনের পাশাপাশি গণতন্ত্রকে নিশ্চিত করে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইনি কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় সব কার্যক্রম আইন অনুযায়ী জনগণের কল্যাণে পরিচালিত হলে দেশে সুশাসন নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হলো আইনের শাসন।

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে পারবে। নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান বলে বিবেচিত হবে। সর্বোপরি গণতন্ত্র সুনিশ্চিত হবে। অপরদিকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শাসনকাজে জনগণের অংশগ্রহণ না থাকলে সেখানে অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্ভাবনা থাকে এবং জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। ফলে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শাসনকাজ পরিচালিত হলে যেকোনো নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। ফলে সরকার জনকল্যাণবিরোধী বা জনস্বার্থ পরিপন্থি কোনো সিদ্ধান্ত সহজে নিতে পারে না, যা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করে।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আইনি কাঠামো ও দেশের শাসনকাজে জনগণের অংশগ্রহণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গণতন্ত্রকেও সুনিশ্চিত করে।

**প্রশ্ন ৫** মি. ‘M’ একজন প্রবীণ সংবাদকর্মী। তিনি একদিন একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ পাঠ করছিলেন। প্রবন্ধটিতে দেখা যায় ‘ক’ নামক রাষ্ট্রের রাজধানীতে কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও দেশটিতে আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, যথাযথ শিক্ষার অভাব ও স্বজনপ্রীতি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, ‘খ’ নামক রাষ্ট্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আইনের শাসন বিদ্যমান।

(চ. বো. ১৭/১ প্রশ্ন নং ২/)

- ক. সুশাসন কী? ১  
খ. সুশাসন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত— যুক্তি দাও। ২  
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ‘ক’ রাষ্ট্রে কোন ধরনের শাসনের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্র দুটির শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন (Good Governance)।

**খ** সুশাসন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সমাজের প্রত্যাশা ও রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। এই ব্যবস্থায় শাসক শূণ্য শাসনই করেন না, বরং শাসনব্যবস্থাকে সুসৃজ্ঞ ও নিয়মতান্ত্রিক রাখার চেষ্টা করেন।

রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুসম বন্টন ও সমান সুবিধা নিশ্চিতকরণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, সামাজিক ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, ন্যায্যভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। আর এই বিষয়গুলো সৃষ্টি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য। তাই কোনো রাষ্ট্রে যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে গণতন্ত্রের অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি হয়। এ কারণেই বলা হয় সুশাসন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত ‘ক’ রাষ্ট্রে সুশাসনের অভাব রয়েছে।

কোনো রাষ্ট্রের প্রশাসনে যদি জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুরক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে তাহলে সে শাসনকে সুশাসন বলা যায়। সুশাসনমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উদ্দীপকের প্রবীণ সংবাদকর্মী মি. ‘M’ এর পঠিত প্রবন্ধে ‘ক’ নামের একটি রাষ্ট্রের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। ওই দেশের রাজধানীতে কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও দেশটিতে আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, স্বজনপ্রীতি, যথাযথ শিক্ষার অভাব ইত্যাদি সমস্যা লক্ষ করা যায়। এ চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয়, দেশটিতে সুশাসন নেই। কেননা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো- সরকারের স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা, রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, সক্রিয় সুশীল সমাজ, প্রচার মাধ্যমের



স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু 'ক' রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সুশাসনের উল্লিখিত কোনো বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান নেই। সেখানে নিছক অবকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে রাখতে অনেক সময় অযোগ্য অগণতান্ত্রিক শাসকরা এরকম করে থাকেন। ফলে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, 'ক' নামের রাষ্ট্রে সুশাসনের অভাব রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রটির অবস্থা বিশ্লেষণ করে সহজেই বলা যায়, সেখানে সুশাসন অনুপস্থিত। অপরদিকে 'খ' রাষ্ট্রটিতে আইনের শাসন বিদ্যমান। আর যেখানে আইনের শাসন বিদ্যমান সেখানে সুশাসন থাকারই কথা। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, দুটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বেশ পার্থক্য রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'খ' নামের রাষ্ট্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আইনের শাসন রয়েছে। যেখানে আইনের শাসন বিদ্যমান সেখানে সুশাসনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও কমবেশি সমানভাবে কাজ করবে। সুশাসনের অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে— প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা, দায়বদ্ধ শাসন বিভাগ, আইন বিভাগের কার্যকর ভূমিকা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, দক্ষ আমলাতন্ত্র, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, কার্যকর গণতান্ত্রিক দলব্যবস্থা, সক্রিয় সুশীল সমাজ প্রভৃতি।

'খ' রাষ্ট্রটিতে সুশাসন বিদ্যমান এবং 'ক' রাষ্ট্রটির অবস্থা তার পুরোপুরি বিপরীত। 'ক' রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে আইনের শাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, প্রশাসনসহ সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্র ও সুশাসন বিকশিত না হওয়া কোনো দেশের জন্য রাতারাতি এগুলো করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেশটির রাজনীতিক ও নাগরিক সমাজকে এ লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে 'ক' রাষ্ট্রটিতেও একদিন 'খ' রাষ্ট্রের মতো সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসনের উপকারভোগী মূলত রাষ্ট্রের জনগণ। এজন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও তা অব্যাহত রাখতে 'ক' রাষ্ট্রের জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

**প্রশ্ন ৬** জনাব সাদিক একটি উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে তার দেশে আইনের শাসন সুনিশ্চিত নয়। বর্তমানে দেশটির জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক উপায়ে সব সমস্যার সমাধান চায়।

(সি. বো. ১৭/এম. নং ২/)

- |  |   |
|--|---|
| ক. আইন কী?   | ১ |
| খ. দায়িত্বশীলতা বলতে কী বোঝায়?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সাদিকের দেশের সমস্যাগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. জনাব সাদিকের দেশে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে তোমার সুপারিশ ব্যক্ত করো।               | ৪ |

#### ৬নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আইন হলো সমাজস্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

**খ** অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে এবং যথাসময়ে পালন করাই দায়িত্বশীলতা। একটি রাষ্ট্রের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে তাদের নির্ধারিত কর্মের জন্য উৎকর্ষজনক কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাই কেবল তাদের কাজ সময়মতো সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারেন। জাতীয় নেতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের কাছেই বেশি দায়িত্বশীলতা আশা করা হয়। বিশেষ করে একজন নেতাকে দেশ ও জাতির স্বার্থে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয়। কেননা তার সঠিক নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতার ওপর দেশ ও জনগণের মঙ্গল নির্ভর করে।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সাদিকের দেশের সমস্যাগুলো হলো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসনের অভাব।

কোনো রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে কোনোভাবেই সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। যদি সরকারের শাসন

বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট জবাবদিহি না করে তাহলে সুশাসন বিঘ্নিত হয়। আর সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন রাষ্ট্রে অথবা প্রশাসনে আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে। কেননা আইনের শাসনের মূলকথাই হলো আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, সকলেরই আইনের আশ্রয় লাভের সমান সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আইন হতে হবে সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। এছাড়াও আইনের শাসনের জন্য প্রয়োজন সরকারের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, রাষ্ট্রের নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ। আবার জবাবদিহিতার অভাব থাকলে শাসন কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং দুর্নীতি বেড়ে যায়। সুতরাং, রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণও জরুরি।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সাদিকের দেশে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

১. জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা: রাষ্ট্র পরিচালক বা সরকার প্রধান থেকে শুরু করে প্রশাসনের সকল স্তরে জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোনো লক্ষ্য অর্জনে কার কী দায়িত্ব, কোন সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে হবে, কার নিকট জবাবদিহি করতে হবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে।
২. দুর্নীতি ও রাজনীতি মুক্ত জবাবদিহিমূলক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা: টেকসই জাতীয় উন্নয়নের জন্য সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি বাস্তবায়ন অপরিহার্য। কেননা সরকারি নীতিনির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়নে যদি প্রশাসনিক জবাবদিহিতা না থাকে তাহলে যেকোনো সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট হয়; যা সুশাসনের অন্তরায়। তাই দুর্নীতি রোধ করে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা সৃষ্টির পাশাপাশি একে রাজনীতিমুক্ত করাও একান্ত প্রয়োজন।
৩. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন দেশে আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে। আইনের শাসনের মূলকথাই হলো আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, সকলেরই আইনের আশ্রয় লাভের সমান সুযোগ রয়েছে; এক্ষেত্রে হয়রানিমূলক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। আইন হতে হবে সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। এছাড়াও আইনের শাসনের জন্য প্রয়োজন সরকারের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, রাষ্ট্রের নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব সাদিকের দেশে আইনের শাসনের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। উপরে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে তার দেশে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব হবে।

**প্রশ্ন ৭** মি. আলম একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। সৎ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে তার ব্যবসা দিন দিন বাড়তে থাকে। তিনি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেন এবং তাদের কল্যাণে একটি তহবিলও গঠন করেন। আলম সাহেব তার এলাকার বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। তিনি রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং নিয়মিত কর দেন। সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারেও তিনি বেশ আন্তরিক। এলাকায় তিনি একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত।

(সি. বো. ১৭/এম. নং ২/)

- |   |   |
|---|---|
| ক. কোন সালে মৌলিক মানবাধিকারসমূহ ঘোষিত হয়েছে?                                | ১ |
| খ. রাজনৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝ?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকে মি. আলমের ভূমিকা কোন ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উক্ত শাসনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশ্লেষণ করো।                                 | ৪ |

#### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মৌলিক মানবাধিকারসমূহ ঘোষিত হয়।



**খ** যে সব অধিকার একজন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। রাজনৈতিক অধিকারগুলো সংবিধান অথবা আইন দ্বারা স্বীকৃত। সরকার রাজনৈতিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অধিকার কেবল নাগরিকরাই ভোগ করতে পারে। বিদেশিরা এ অধিকার ভোগ করতে পারে না। দল বা সংগঠন গঠন করা, নির্বাচন করা ও নির্বাচিত হওয়া, স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়া, বিদেশে অবস্থানকালে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা লাভ এবং সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকারের উদাহরণ।

**গ** উদ্দীপকের মি. আলমের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

সুশাসন আধুনিক বিশ্বে একটি গতিশীল ও চলমান সামাজিক ধারণা। সাধারণত একটি দেশের সকল স্তরের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের চর্চা বা প্রয়োগ পদ্ধতিকে সুশাসন বলে। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করে। এগুলো হলো— দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা, আইনি কাঠামো ও অংশগ্রহণ। কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে প্রশাসনের সর্বস্তরে আইনের শাসন ও মানবাধিকার নিশ্চিত হয় এবং সেই সাথে সমতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সিম্বান্ত গ্রহণে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

উদ্দীপকের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মি. আলম সততা ও দক্ষতা দিয়ে দিনদিন তার ব্যবসার উন্নতি করছেন। তিনি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেন এবং তাদের কল্যাণে একটি তহবিলও গঠন করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে তিনি নিয়মিত কর দেন, সন্তানদের লেখাপড়া করানোর ব্যাপারে আন্তরিক, এলাকার বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। মি. আলমের উল্লিখিত কার্যাবলির কারণে এলাকায় তিনি একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। একই সাথে তিনি একজন সুনামগরিক। প্রকৃতপক্ষে কোনো রাষ্ট্রে সুনামগরিকের সংখ্যা যত বেশি হবে, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও তত বাড়বে। তাই বলা যায়, মি. আলমের মতো সুনামগরিকের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

**ঘ** সৃজনশীল ৬নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৮** আফ্রিকার 'ক' দেশটিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার থাকলেও দুর্নীতি, অদক্ষতা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির কারণে জনগণের কাক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

- |  |   |
|--|---|
| ক. সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?                               | ১ |
| খ. আইনের শাসন কাকে বলে?  | ২ |
| গ. বর্ণিত দেশে কীসের অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো।         | ৩ |
| ঘ. বর্ণিত দেশে কীভাবে জনগণের কাক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব? মতামত দাও। | ৪ |

#### ৮নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Good Governance'।

**খ** আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন মূলত ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

**গ** সৃজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশটিতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণের কাক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব।

সুশাসন হলো ন্যায়সংগত শাসন, আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ, মানবাধিকার ও সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। কোনো রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের কাক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হবে। তবে এক্ষেত্রে বাস্তব ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতাসহ সব ধরনের অধিকার সংবিধানে সন্নিবেশিত করতে হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জনমত গঠনের জন্য মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যমের ওপর সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করতে হবে। রাজপথে সহিংস আন্দোলন, অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত হরতাল প্রভৃতি সংস্কৃতি বদলাতে হবে। জাতীয় সংসদে এবং পারম্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়েই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। প্রশাসনের সব স্তরে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। আইন হতে হবে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট, যেন সহজেই তা বোধগম্য হয়। আইন অনুযায়ী প্রকৃত অপরাধীকে সাজা দিতে হবে। বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে দক্ষ, দূরদর্শী ও কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে হবে। এছাড়াও দুর্নীতি প্রতিরোধ, সুযোগ্য নেতৃত্ব, কার্যকর আইনসভা, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে জনস্বার্থকে প্রাধান্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যা জনগণের কাক্ষিত উন্নয়ন ঘটাবে।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নানা সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যাগুলো দূর করতে সরকারকে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আর সরকারের উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করতে জনগণকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলে জনগণের কাক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

**প্রশ্ন ৯** মি. রাজু একটি উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক। দীর্ঘদিন তার দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে বিকশিত হয়নি। সেখানে আইনের শাসন ছিল না। কিন্তু গত নির্বাচনে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। বর্তমান সরকার অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে সাথে নিয়ে অনিয়ম দূর এবং প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

(টা. বো. '১৬' স্বজানস্বায়ী, সিলেট, প্রশ্ন নং ২)

- |  |   |
|--|---|
| ক. স্বজনপ্রীতি কী?   | ১ |
| খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. রাজুর দেশের সমস্যাগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো।                    | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. রাজুর দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ ছাড়া আর কী করণীয় আছে? বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

#### ৯নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যোগ্যব্যক্তির বদলে স্বজনদের অগ্রাধিকার প্রদানই স্বজনপ্রীতি।

**খ** আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন মূলত ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

**গ** সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত মি. রাজুর দেশে নবনির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এগুলো হলো— রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার অনিয়ম দূর করা এবং প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছাড়াও মি. রাজুর দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরো বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন ত্বরান্বিত হয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও জনগণকে একযোগে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি ও আন্তরিকতা যেমন জরুরি, সেই সাথে জনগণেরও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সদস্যরা হলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আইনসভার



সদস্যগণ নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা ইত্যাদি আইনসভায় তুলে ধরেন এবং যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করেন। কার্যকরী আইনসভার মাধ্যমে শাসন বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং সুশাসনের পথ সুগম হবে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক। এজন্য বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে না রেখে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থাসমূহের নিকট কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করলে প্রশাসনিক জটিলতা দূর হবে এবং সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধিত হবে। এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে বলা যায়, মি. রাজুর দেশে ওপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ আরো সুগম হবে।

**প্রশ্ন ১০** মি. আব্দুর রহিম বিদেশ যাওয়ার লক্ষ্যে পাসপোর্ট করার জন্য পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারী ফারুককে শরণাপন্ন হন। তার কাছে অনেক ঘোরাঘুরি করেও পাসপোর্ট পান নি। প্রদেয় টাকাও ফেরত পান নি। পরে প্রতিবেশী একজন স্কুল শিক্ষকের পরামর্শে তিনি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে যান এবং অনলাইনে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন। কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই তিনি স্বল্পসময়ে পাসপোর্ট পেয়ে যান।

(চ. বো. ১৬/এপ্র নং ১/)

- ক. মূল্যবোধ কী? ১
- খ. পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে কোন বিষয়ের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফারুককে ভূমিকা কীসের পরিচয় বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতির ভূমিকা অপরিহার্য কিনা মূল্যায়ন করো। ৪

#### ১০নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যে চিন্তাভাবনা ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাই মূল্যবোধ।

**খ** পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

পৌরনীতি ও সুশাসন হলো নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান হলো রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিজ্ঞান। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান হলেও তা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় (রাজনৈতিক সংগঠন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিজ্ঞান হলেও নাগরিকতার বিভিন্ন বিষয় (নাগরিক অধিকার, কর্তব্য এবং নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কার্যাবলি) নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, উভয়ের সম্পর্ক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ফারুককে ভূমিকা দুর্নীতির পরিচয় বহন করে।

রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খাটিয়ে অবৈধ সুযোগ নেওয়া, কারো সম্পত্তি দখল করা, জনগণের অধিকার ভোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, এসব কাজ দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। দুর্নীতি জনগণের দুর্ভোগ বৃদ্ধি করে। এছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম বাধা হলো দুর্নীতি। কেননা দুর্নীতি ন্যায্যতা, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা ইত্যাদির পরিপন্থী।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, মি. আব্দুর রহিম পাসপোর্ট নিতে ঐ অফিসের কর্মচারী ফারুককে কাছে অনেক ঘুরাঘুরি করলেও তা পাননি। তাছাড়া ফারুককে প্রদেয় টাকাও ফেরত পাননি। ফারুক ব্যক্তিস্বার্থেই তার ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে মি. আব্দুর রহিমের কাজ করতে গড়িমসি করেছে, যা দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত। কারণ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং বলা যায়, ফারুককে ভূমিকায় সুশাসনের অন্যতম বড় সমস্যা দুর্নীতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতিটি তথা ই-গভর্নেন্সের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।

আইনের শাসন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার, জনগণের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা, জনগণের অংশগ্রহণ, তথ্যের অবাধ প্রবাহ, জবাবদিহিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে সুশাসন গড়ে ওঠে। আর সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স।

উদ্দীপকে বর্ণিত মি. আব্দুর রহিম পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারী ফারুককে কাছে অনেক ঘুরাঘুরি করেও পাসপোর্ট পেতে ব্যর্থ হন। পরে প্রতিবেশী স্কুল শিক্ষকের পরামর্শে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে অনলাইনে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন এবং কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই স্বল্পসময়ে পাসপোর্ট পেয়ে যান। এটি ই-গভর্নেন্সের কারণেই সম্ভব হয়েছে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। ফলে জনগণ ভোগান্তির শিকার হয় না, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

ই-গভর্নেন্স চালু হলে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহও তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর হবে। ফলে প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পাবে, কাজকর্মের গতি বাড়বে, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। এক কথায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। তাই বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স পদ্ধতির ভূমিকা অপরিহার্য।

**প্রশ্ন ১১** আব্দুল হালিম আফ্রিকার সামরিক বাহিনী শাসিত একটি অনুন্নত দেশের নাগরিক। তার দেশে রয়েছে দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জাতিগত দাঙ্গা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্য ইত্যাদি নানা সমস্যা। তবে বর্তমানে শিক্ষা বিস্তারের ফলে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলো ও সুশীল সমাজ উক্ত সমস্যাগুলো সমাধানে খুবই আগ্রহী।

(ঘ. বো. ১৬/এপ্র নং-২/ টংগী সরকারি কলেজ, এপ্র নং ২/)

- ক. সুশাসন কী? ১
- খ. সুশাসন কীভাবে আইনের শাসন নিশ্চিত করে? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রটিতে সুশাসনের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. আব্দুল হালিম এর রাষ্ট্রটিতে কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা এবং সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে তাকে সুশাসন বলে।

**খ** একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি হলো আইনের শাসনের বাস্তবায়ন।

যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা, জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাকস্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাকে সুশাসন বলে। আর আইনের শাসন বলতে ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে আইনের চোখে সবাই সমান এবং সমাজের সর্বত্র আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়। সুশাসনে আইনের শাসনের পাশাপাশি অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, সংবেদনশীলতা, জবাবদিহিতা, সাম্য, দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন, স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদিও থাকতে হয়। আর এসব কিছু নিশ্চিত করতে হলে আইনের শাসনের প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এভাবে সুশাসনে আইনের শাসন নিশ্চিত হয়।

**গ** উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উল্লিখিত রাষ্ট্রে সুশাসনের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত।

সুশাসন বলতে এমন এক কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বাক স্বাধীনতাসহ সব রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, জনগণের চাহিদার প্রতি সরকার সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল হবে এবং সংবিধান তথা আইনের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে।



সামরিক বাহিনী শাসিত আব্দুল হালিমের দেশটিতে সুশাসনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন— কোনো দেশে সুশাসনের বড় অন্তরায় হলো দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে সম্পদের বন্টনে অসমতা সৃষ্টি হয় এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। উদ্দীপকের আব্দুল হালিমের দেশে দুর্নীতি আছে বলেই নানা বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় বাধা। আব্দুল হালিমের দেশেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান। আবার দারিদ্র্য সুশাসনের আরেকটি বড় বাধা। আব্দুল হালিমের দেশে এটিও বিদ্যমান। এর কারণে তার দেশের জনগণ সহজে শিক্ষিত হতে পারে না। ফলে তারা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তেমন সজাগ নয়। আবার দেশের ভেতরে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, গোত্রের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর ফলে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানবাধিকার ভুলুষ্ঠিত হয়। আব্দুল হালিমের দেশে জাতিগত দাঙ্গাও রয়েছে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করেছে। তাই বলা যায়, আব্দুল হালিমের দেশে সুশাসনের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যেরই অভাব রয়েছে।

■ আব্দুল হালিম এর রাষ্ট্রটিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সুশাসনের বাধা হিসেবে উল্লেখযোগ্য হলো দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জাতিগত দাঙ্গা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্য প্রভৃতি। তবে শিক্ষা বিস্তারের ফলে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়লে এবং রাজনৈতিক দলগুলো ও সুশীল সমাজ উক্ত সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হলে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

উদ্দীপকে আব্দুল হালিমের রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে। দুর্নীতি জাতীয় সম্পদের সঠিক বন্টনে বাধা প্রদান করে এবং ধনী ও গরীবের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। এরপর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূরীভূত করতে হবে। কেননা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। দেশে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। সুশাসনের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। একটি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিগত দাঙ্গা প্রতিহত করতে হবে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য বিরাজ না করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এছাড়া রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে সকলের মাঝে সমান অর্থ-সম্পদ বন্টন করতে হবে। কেননা, রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকলে নাগরিকদের মধ্যে একেবারে সৃষ্টি হয় না। সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রাষ্ট্রে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। কেননা, দারিদ্র্য নাগরিকের অধিকার অর্জনের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। এটি বিভিন্ন ধরনের অপরাধের অন্যতম কারণ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আব্দুল হালিমের রাষ্ট্রে যদি দুর্নীতি প্রতিরোধ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূরীভূত, জাতিগত দাঙ্গা প্রতিহত, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি বাস্তবায়ন করা যায় তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

■ প্রশ্ন ১২ জনাব হাবুন আফ্রিকার সামরিক বাহিনী শাসিত একটি অনুরূপ দেশের নাগরিক। তার দেশে রয়েছে দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জাতিগত দাঙ্গা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্য ইত্যাদি নানা সমস্যা। তবে বর্তমানে শিক্ষাবিস্তারের ফলে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলো ও সুশীল সমাজ উক্ত সমস্যাগুলো সমাধানে খুবই আগ্রহী।

[ঢাকা কলেজ] প্রশ্ন নং ৩/

ক. আইন কী? ১

খ. স্বচ্ছতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রটিতে সুশাসনের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব হাবুন এর রাষ্ট্রটিতে কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? ৪

■ আইন হলো সমাজস্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন যা সমাজের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

■ স্বচ্ছতা হলো এমন একটি বিমূর্ত ধারণা যা দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, কোনো কর্মকাণ্ড কতটুকু নীতিসঙ্গত বা বৈধ। এক কথায় স্বচ্ছতা হলো সুস্পষ্টতা। এটি সুশাসনের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকারি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর সুশাসন নির্ভর করে। তাই স্বচ্ছতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সরকার তাদের কর্মকাণ্ড, নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত জনগণকে অবহিত করতে পারবে।

■ উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উল্লিখিত রাষ্ট্রে সুশাসনের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত।

সুশাসন বলতে এমন এক কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বাক স্বাধীনতাসহ সব রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, জনগণের চাহিদার প্রতি সরকার সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল হবে এবং সংবিধান তথা আইনের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে।

সামরিক বাহিনী শাসিত হাবুনের দেশটিতে সুশাসনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন— কোনো দেশে সুশাসনের বড় অন্তরায় হলো দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে সম্পদের বন্টনে অসমতা সৃষ্টি হয় এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। উদ্দীপকের হাবুনের দেশে দুর্নীতি আছে বলেই নানা বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় বাধা। হাবুনের দেশেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান। আবার দারিদ্র্য সুশাসনের আরেকটি বড় বাধা। হাবুনের দেশে এটিও বিদ্যমান। এর কারণে তার দেশের জনগণ সহজে শিক্ষিত হতে পারে না। ফলে তারা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তেমন সজাগ নয়। আবার দেশের ভেতরে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, গোত্রের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর ফলে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানবাধিকার ভুলুষ্ঠিত হয়। হাবুনের দেশে জাতিগত দাঙ্গাও রয়েছে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করেছে। তাই বলা যায়, হাবুনের দেশে সুশাসনের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যেরই অভাব রয়েছে।

■ একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বহুমুখী সমস্যা থাকতে পারে তবে এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা, সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে তাকে সুশাসন বলে। সুশাসন দায়িত্বশীল, অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও ন্যায্যসঙ্গত প্রক্রিয়া, যা রাষ্ট্রে আইনের শাসন কায়েম করে। মূলত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসন ত্বরান্বিত হয়। এক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও জনগণকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সদস্যরা হলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আইনসভার সদস্যগণ নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা ইত্যাদি আইনসভায় তুলে ধরেন এবং যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করেন। তাই কার্যকরি আইনসভার মাধ্যমে শাসন বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং সুশাসনের পথ সুগম হবে। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। তাই বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না রেখে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থাসমূহের নিকট কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করলে প্রশাসনিক জটিলতা দূর হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সেই সাথে সরকার ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সরকার ও প্রশাসনের দক্ষতা বাড়াতে হবে।

উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে উদ্দীপকের হাবুনের রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।





[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২।]

- ক. স্বজনপ্রীতি কী? ১  
খ. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কি বোঝায়? ২  
গ. প্রদত্ত ছকের '১' চিহ্নিত স্থানে পাঠ্য বইয়ের কোন বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতিয়ার হিসেবে উক্ত ছকটি যথেষ্ট নয়'— উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ১৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যোগ্যব্যক্তির পরিবর্তে স্বজনদের অগ্রাধিকার প্রদানই স্বজনপ্রীতি।

**খ** সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত না করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বন্টন করে দেওয়াই হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে জেলা বা থানা পর্যায়ে কিছু প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা হয়। ফলে জেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। দেশের নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের হাতে অধিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে।

**গ** প্রদত্ত ছকের '১' চিহ্নিত স্থানে পাঠ্যবইয়ের সুশাসন বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা, সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাকস্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে সে শাসনকে সুশাসন বলে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, যোগ্য নেতৃত্ব, রাজনৈতিক সংহতি, গণমানুষের ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত করা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। সুশাসনের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে এক ধরনের সুসম্পর্ক তৈরি হয়। এই শাসনব্যবস্থায় সরকারের মধ্যে এক ধরনের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয় যার ফলে সরকার নিজেকে জনগণের সেবক মনে করে। সরকার সব কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করার মানসিকতা পোষণ করে। এর মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত হয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয় এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পন্থতিগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তাই বলা যায়, প্রদত্ত ছকের '১' চিহ্নিত স্থানে সুশাসন বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে।

**ঘ** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতিয়ার হিসেবে উক্ত ছকটি যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।

সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। সুশাসন ছাড়া জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। সুশাসনের ফলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে। ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ, কাজের দীর্ঘসূত্রিতা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার অভাব ইত্যাদি দূরীকরণ কেবল সুশাসনের মাধ্যমেই সম্ভব। সামাজিক সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক অধিকার রক্ষায় সুশাসন কাজ করে। তবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সুশাসনের জন্য প্রয়োজন জনমতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সুশাসনের পন্থতিগুলো ছাড়াও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব, রাজনৈতিক সংহতি, গণমানুষের ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, নাগরিক সেবা বৃদ্ধি, গণমাধ্যম ও বাকস্বাধীনতা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, জনপ্রশাসনের ভূমিকা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রভৃতি।

উপরিস্থ আলোচনার মাধ্যমে সুশাসনের বিভিন্ন পন্থতির গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়, যেগুলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতিয়ার হিসেবে উদ্দীপকের ছকটি যথেষ্ট নয়।

**প্রশ্ন ১৪** নিচের ছকটি অনুসরণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ৫।]

- ক. প্রশাসনিক জবাবদিহিতা কী? ১  
খ. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের শাসন প্রচলিত আছে? এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. 'খ' রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়- বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** প্রশাসনিক জবাবদিহিতা হলো উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা।

**খ** সুশাসনের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রশাসনিক স্বচ্ছতা। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা হলো এমন একটি বিমূর্ত ধারণা যা দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে কোনো কর্মকাণ্ড কতটুকু নীতিসঙ্গত বা বৈধ। এককথায় প্রশাসনিক স্বচ্ছতা হলো সুস্পষ্টতা। সরকারি কর্মকাণ্ডের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর সুশাসন নির্ভর করে। তাই প্রশাসনিক স্বচ্ছতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সরকার তাদের কর্মকাণ্ড, নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত জনগণকে অবহিত করতে পারবে।

**গ** উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে সুশাসন প্রচলিত আছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বিদ্যমান, যা সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সুশাসন প্রচলিত আছে। সুশাসনের এসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও কতগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

কোনো রাষ্ট্রে সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ। অংশগ্রহণ সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সুশাসনের অপরিহার্য শর্ত। কেননা আইনের শাসন ব্যতীত রাষ্ট্র স্বৈচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। স্বচ্ছতা সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। স্বচ্ছতা জনগণের প্রতি অন্যায় ও রাষ্ট্রের দুর্নীতির আশঙ্কা হ্রাস করে। সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জবাবদিহিতা। এটি সুশাসনের মূল চাবিকাঠি। সরকার ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি দায়িত্বশীলতা সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুশাসনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন বিচার বিভাগ ব্যতীত কোনো বিকল্প পথ নেই। সুশাসনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো কার্যকারিতা ও দক্ষতা। এছাড়া সার্বিক কল্যাণ সাধন, ঐকমত্য, সরকারের বৈধতা, জনসন্তুষ্টি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।



ঘ. 'খ' রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়-বস্তুব্যাটি যথার্থ।

সুশাসন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে সুখম বস্তু ব্যবস্থা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব প্রদান করে। সরকারের আর্থিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধ, জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। কিন্তু 'খ' রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অনিবার্চিত সরকার ও দুর্নীতি বিদ্যমান, যা সুশাসনের অনুপস্থিতিতে নির্দেশ করে। আর সুশাসনের অনুপস্থিতিতে কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

'খ' রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল হলে আমদানি-রপ্তানি বাধ্যগ্রস্ত হয়, বিদেশি বিনিয়োগ বাধ্যপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। অনিবার্চিত সরকার গণতান্ত্রিক সরকার নয়। গণতান্ত্রিক সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। অন্যদিকে অনিবার্চিত বা অগণতান্ত্রিক সরকার স্বেচ্ছাচারী সরকারে পরিণত হয়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পশ্চাৎমুখী হয়ে পড়ে। সুশাসন বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ পরিবেশের অনুপস্থিতির কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নিবৃত্তসাহিত হয়। বিনিয়োগের অন্যতম অন্তরায় দুর্নীতি। দুর্নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। 'খ' রাষ্ট্রে দুর্নীতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট বাধা হিসেবে কাজ করে।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'খ' রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

**প্রশ্ন ১৫** 'ক' রাষ্ট্রে আর্থিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা বিরাজমান। রাষ্ট্রটি সম্পূর্ণ বিদেশি সাহায্য নির্ভর। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যবসায়িক সিভিকিট।

(আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি ঢাকা। প্রশ্ন নং ২/)

- ক. সুশাসন কী? ১
- খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসন প্রয়োজন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের কোন ক্ষেত্রে সুশাসন অনুপস্থিত? ৩
- নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের উক্ত ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনকাই হলো সুশাসন।

**খ** আইনের শাসন ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইনের শাসন এক অপরিহার্য উপাদান। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজন আইনের শাসন। কারণ রাষ্ট্রের মধ্যে আইনের শাসন বলবৎ থাকলে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অপরাধ দূর হয়। সবাই সমানভাবে তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সাথে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সহজ হয়। গণতান্ত্রিক সমাজে আইনের শাসন নিশ্চিত হলে সরকারও স্থায়ী হয় ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়।

**গ** উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন অনুপস্থিত।

অর্থনীতি ও সুশাসন পরস্পর সম্পূরক ও পরিপূরক। অর্থনীতির প্রাণশক্তি হলো সুশাসন। বর্তমান সুশাসনের যে ধারণা প্রচলিত আছে তা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য প্রণীত হয়েছিল। এজন্য বলা হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুশাসন এবং সুশাসনের জন্য অর্থনীতি।

বিশ্ব মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের মূল কথাই হচ্ছে বাণিজ্যের অবাধ প্রসার। অর্থনৈতিক সুশাসন একচেটিয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্যের কারবার প্রতিরোধ করে। অর্থাৎ ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বা সিভিকিটের নিয়ন্ত্রণে না থেকে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখে। দেশের অর্থনীতিকে স্বচ্ছল করে। যেন বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল না থাকতে হয়। সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করে। কিন্তু উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে দেখা যায় আর্থিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা বিরাজমান থাকায় রাষ্ট্রটিকে বৈদেশিক সাহায্যের আশা করতে হয় এবং রাষ্ট্রটির ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যবসায়িক সিভিকিট। যা রাষ্ট্রটিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে।

**ঘ** উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুশাসন হলো স্বচ্ছ, বৈধ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা, যা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করে। কেননা রাষ্ট্র বা শাসনব্যবস্থা হারাই অর্থনীতিসহ অন্যান্য সব ক্ষেত্র পরিচালিত হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৎপর হওয়া। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর অনেকাংশ নির্ভরশীল। উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ পরিবেশের অনুপস্থিতির কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নিবৃত্তসাহিত হয়। বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। সুশাসনের অন্যতম শর্ত হলো দুর্নীতি প্রতিরোধ। সুশাসনে জাতীয় সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও এর সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সুশাসন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। আর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে দুস্থ, অসহায় ও আর্তমানবতার কল্যাণে নানাবিধ কার্যকরী কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এ ব্যবস্থায় সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত না করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল প্রোতসাহার্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগণের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ জীবন উপভোগের সুযোগ পায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সুশাসন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ১৬** ক রাষ্ট্রীয় সরকার শাসনক্ষেত্রে সংস্কারের লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে। শাসনব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ করে। সরকারি কর্মকর্তাদেরও উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করে। বিকেন্দ্রীকরণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়।

(বি এন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০/)

- ক. লর্ড ব্রাইস প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি লেখ। ১
- খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২
- গ. ক রাষ্ট্রের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ রাষ্ট্রটিকে কোন দিকে ধাবিত করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে ক রাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৬নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** লর্ড ব্রাইস প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি হলো 'দেশের সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণ বা সমাজের সমষ্টিগত অভিমত' হলো জনমত।

**খ** রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণের মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূল্যবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ রাষ্ট্রটিকে সুশাসনের দিকে ধাবিত করবে।

যে শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা, সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে তাকে সুশাসন বলে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার কতগুলো শর্ত থাকে। শর্তগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা, গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থা সরকারকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। ফলে জনগণ শাসনকার্যে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে সুশাসনের পথ সুগম হয়।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রটি শাসনক্ষেত্রে সংস্কারের লক্ষ্যে নানাবিধ ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ সরকারি কর্মকর্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করে। এর ফলে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা ও গতিশীলতা



অংশগ্রহণমূলক  
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা  
আইনের শাসন  
জবাবদিহিতা

?

কল্যাণমূলক  
জনবান্ধব প্রশাসন  
দুর্নীতিমুক্ত

মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, ঢাকা।

- ক. 'Good Governance' এর বাংলা প্রতিশব্দ কী?  
খ. পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ইতিহাসের একটি সম্বন্ধ  
কর।  
গ. “ ‘?’ চিহ্নিত অংশটি প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন  
আবশ্যক” বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. “ ‘?’ চিহ্নিত বিষয়টি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের  
নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে”— উক্তিটি  
পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

### ১৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'Good Governance' এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'সুশাসন'।

**খ** পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান।  
ইতিহাস হলো মানবজাতির সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি। তাই এ দুটি  
সম্পর্ক নিবিড়।

পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচিত বিষয়সমূহ যেমন— পরিবার, শ্রম,  
রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অতীতে বৈচিত্র্যময়  
কীভাবে তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপে পরিগ্রহ করেছে ইত্যাদি  
করলে তা জানা যায়।



**খ** আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে—এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

**গ** উদ্দীপকের ঘটনার বিষয়টি এরূপ সংঘাতপূর্ণ হওয়ার কারণ সুশাসনের অভাব।

সুশাসন একটি দক্ষ ও কার্যকর শাসনব্যবস্থা, যেখানে জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে, তাদের অধিকার আদায় এবং চাহিদা পূরণ করতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য জনকল্যাণ সাধন। আর এ জন্য প্রয়োজন সুশাসন। কেননা, সুশাসন দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের অধিক সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ নিশ্চিত করে। সুশাসনের লক্ষ্যই হলো দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গঠনের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন। আর যখনই এই সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয় কিংবা দেশের অভ্যন্তরে থাকে না, তখনই বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়, যা উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের 'ক' উপজেলার মানুষ স্থানীয় পল্লিবিদ্যুৎ অফিসের ওপর ক্ষুব্ধ। কারণ হাজার হাজার টাকা ঘুষ দেওয়া সত্ত্বেও তারা বিদ্যুৎ পায় না। ফলে তারা বাধ্য হয়ে পল্লিবিদ্যুৎ অফিসে হামলা করে। উপজেলাবাসীর এ ঘটনাটি মূলত সুশাসনের অভাবকেই ইঙ্গিত করে। কারণ সুশাসন বিদ্যমান থাকলে ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটিও থাকত না এবং গ্রামবাসী সর্বোচ্চ নাগরিক সেবা পেত। তাই সুশাসনের পূর্বোক্ত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, সুশাসনের অভাবের কারণেই উদ্দীপকের ঘটনাটি এমন সংঘাতপূর্ণ হয়েছে।

**ঘ** এ ধরনের পরিস্থিতি অর্থাৎ সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সুশাসনের মূল উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রে আদর্শ ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুশাসন জরুরি। সেই সাথে একটি দক্ষ ও কার্যকর শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সুশাসনের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। সুশাসনে শাসক ও শাসিতের সমন্বয়ে তথ্যভিত্তিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ সুশাসন সরকার ও নাগরিকের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। আবার সুশাসন শাসকশ্রেণির দায়বদ্ধতাও নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' এলাকাবাসী অন্যান্য এলাকার সমান বিদ্যুৎ সুবিধা পায় নি, যা সাম্যের অনুপস্থিতিতে নির্দেশ করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। কেননা, রাষ্ট্রে সাম্য প্রতিষ্ঠায় সুশাসন কাজ করে। এতে সব নাগরিক সমান সেবা ও সুযোগ পায়। সুশাসন সুন্দর ও সুষ্ঠু আইনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যা সবার জন্য সমান ও নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া সুশাসন মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে এবং নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের মতো পরিস্থিতি এড়াতে সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। কারণ সুশাসনই পারে সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে।

**প্রশ্ন ১৯** আফ্রিকার 'ক' দেশটিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার থাকলেও দুর্নীতি, অদক্ষতা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির কারণে জনগণের কান্ডিত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

(আবদুল কাদির মোম্বা সিটি কলেজ, নরসিংদী) প্রশ্ন নং ২/

- ক. স্বজনপ্রীতি কী? ১
- খ. আইনের শাসন বলতে কি বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশে কীসের অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশে কীভাবে জনগণের কান্ডিত উন্নয়ন সম্ভব? মতামত দাও। ৪

## ১৯নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যোগ্যব্যক্তির বদলে স্বজনদের অগ্রাধিকার প্রদানই স্বজনপ্রীতি।

**খ** স্বজনশীল ৯ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে সুশাসনের অভাব রয়েছে।

কোনো রাষ্ট্রের প্রশাসনে যদি জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুরক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে তাহলে সে শাসনকে সুশাসন বলা যায়। সুশাসনমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উদ্দীপকে আফ্রিকার 'ক' নামের একটি রাষ্ট্রের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। ওই দেশে গণতান্ত্রিকভাবে সরকার থাকলেও দেশটিতে আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, স্বজনপ্রীতি, যথাযথ শিক্ষার অভাব, দুর্নীতি ইত্যাদি সমস্যা লক্ষ করা যায়। এ চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয়, দেশটিতে সুশাসন নেই। কেননা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো—সরকারের স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা, রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, সক্রিয় সুশীল সমাজ, প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু 'ক' রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সুশাসনের উল্লিখিত কোনো বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান নেই। সেখানে শুধু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকার রয়েছে। জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে রাখতে অনেক সময় অযোগ্য শাসকরা এরকম করে থাকেন। ফলে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, 'ক' নামের রাষ্ট্রে সুশাসনের অভাব রয়েছে।

**ঘ** স্বজনশীল ৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

|           |                         |            |
|-----------|-------------------------|------------|
| প্রশ্ন ২০ | বিচার বিভাগের স্বাধীনতা | স্বচ্ছতা   |
|           | জনগণের অংশগ্রহণ         | জবাবদিহিতা |

(জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ) প্রশ্ন নং ১০/

- ক. সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. সুশাসনের পথে প্রধান বাধা বুঝিয়ে লিখ? ২
- গ. ? চিহ্নিত স্থানে কোন ধরনের শাসনের কথা বলা হয়েছে? এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের ? চিহ্নিত বিষয়টি প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় উল্লেখ কর। ৪

## ২০নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Good Governance.

**খ** সুশাসনের পথে প্রধান দুটি বাধা হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব সুশাসনের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। সরকারি কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ছাড়া কান্ডিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হয় যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার বড় সমস্যা। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার আরেকটি বড় প্রতিবন্ধকতা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসনসহ আমাদের সমাজের সর্বত্রই দুর্নীতি বিস্তার লাভ করেছে। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন কাজে ও নিয়োগে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি পরিলক্ষিত হয়, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বড় বাধা হিসেবে কাজ করে।

**গ** '?' চিহ্নিত স্থানে সুশাসনের কথা বলা হয়েছে।

সুশাসন ও উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রথম ও প্রধান কাজ হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসনের গুরুত্ব অপরিমিত। আইনের শাসন কায়েমের মধ্যদিয়ে জনগণ তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। ফলে সমাজ সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে এবং সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্রের সাফল্য ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। সুশাসন কায়েমের মাধ্যমে সবার অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত



করা সম্ভব। প্রশাসনিক জবাবদিহিতার সাথে জনগণের কল্যাণের দিকটি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আর প্রশাসনিক জবাবদিহিতা বাস্তবায়নে সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া নাগরিক অধিকার রক্ষা, জনগণের কল্যাণ সাধন, ন্যায়বিচার লাভ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, দেশপ্রেমের জাগরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা, জনগণের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায় '১' চিহ্নিত স্থানে সুশাসনের কথা বলা হয়েছে। আর সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক।

**ঘ** উদ্দীপকের '১' চিহ্নিত বিষয়টি হলো সুশাসন। আর একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রথমত সরকারকেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। কারণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা ব্যতীত সুশাসন কল্পনা করা যায় না। আর এ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের সক্ষমতা বাড়তে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে অবশ্যই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ দুর্নীতি রোধ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা খুবই দুরূহ। সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারকে সর্বাঙ্গিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কারণ দারিদ্র্য শুধু দেশকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে দেয় না, রাষ্ট্রে জনগণের নৈতিক ও মানসিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। কেননা একটি দেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে যুগোপযোগী স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারকে প্রশাসনিক তথা আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে সার্ববিধানিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। আর এজন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা করা সরকারের দায়িত্ব। এছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা, জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে।

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় ব্যাপক।

**প্রশ্ন ২১** আফ্রিকার অনেকগুলো দেশ অনুরূপ। এ সব দেশে নানাবিধ সংকট রয়েছে। যেমন- ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জাতিগত দাঙ্গা, নানাবিধ বৈষম্য। তবে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপের ফলে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকার চেষ্টা করছে কিভাবে রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

(নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২/)

- ক. সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উক্ত দেশগুলোতে সুশাসনের কোন বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে বলে তোমার মনে হয়? ৩
- ঘ. সুশাসন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় উদ্দীপকের আলোকে লিখ। ৪

#### ২১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Good Governance'।

**খ** আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে- এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন মূলত ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

**গ** উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উল্লিখিত দেশগুলোতে সুশাসনের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত।

সুশাসন বলতে এমন এক কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বাক স্বাধীনতাসহ সব রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, জনগণের চাহিদার প্রতি সরকার সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল হবে এবং সংবিধান তথা আইনের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে।

আফ্রিকার দেশগুলোতে সুশাসনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন— কোনো দেশে সুশাসনের বড় অন্তরায় হলো দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে সম্পদের বন্টনে অসমতা সৃষ্টি হয় এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। উদ্দীপকের আব্দুল হালিমের দেশে দুর্নীতি আছে বলেই নানা বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় বাধা। আফ্রিকার দেশগুলোতেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান। আবার এসব দারিদ্র্য সুশাসনের আরেকটি বড় বাধা। উদ্দীপকের দেশগুলোতেও এটি বিদ্যমান। এর কারণে এসব দেশের জনগণ সহজে শিক্ষিত হতে পারে না। ফলে তারা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তেমন সজাগ নয়। আবার দেশের ভিতরে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, গোত্রের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর ফলে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানবাধিকার ভুলুষ্ঠিত হয়। আফ্রিকার দেশগুলোতে জাতিগত দাঙ্গাও রয়েছে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের দেশগুলোতে সুশাসনের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যেরই অভাব রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করণের ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব ও কল্যাণধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাক, ব্যক্তি স্বাধীনতাসহ সব ধরনের মৌলিক অধিকার সংবিধানে সন্নিবেশিত করতে হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে মিডিয়া ও প্রচার যন্ত্রের ওপর সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করতে হবে। রাজপথে সহিংস আন্দোলন, জ্বালাও-পোড়াও নীতি অবলম্বন করা, অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তান্তর প্রভৃতি সংস্কৃতি বদলাতে হবে। জাতীয় সংসদে বসে এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়েই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। সরকার থেকে শুরু করে প্রশাসনের সব স্তরে জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। আইন হতে হবে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট, যেন সহজেই তা বোধগম্য হয়। আইন কার্যকর করবে আদালত। কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী বিচার কাজ চলবে না, তা চলবে আইনের আলোকে। বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে। সরকারকে দক্ষ, দূরদর্শী ও কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে হবে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও জাতিগত দাঙ্গা দূর করে সুযোগ্য নেতৃত্ব, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

**প্রশ্ন ২২** দমন ও পীড়নের দ্বারা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র শাসন পরিচালনার ধারণা আজ পাল্টে গেছে। শাসকের সাথে সেবা প্রদানের বিষয়টি এখন গুরুত্ব লাভ করেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এখন সবাই বুঝতে পেরেছে। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি একদিনে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এটি অর্জন করতে হয় ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সুশীল সমাজ ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(পুলিশ লাইন স্কুল জ্যাক কলেজ, বাগুড়া। প্রশ্ন নং ৩/)

- ক. দুর্নীতি কী? ১
- খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুটি বড় সমস্যার নাম উল্লেখ কর। ২
- গ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন কর্মকমিশন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা কতটুকু? ৩
- ঘ. "সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয় ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে।" উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪



ক ব্যক্তিগত অর্জনের বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই হলো দুর্নীতি।

খ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুটি বড় সমস্যা হলো দুর্নীতি এবং আইনের শাসনের অভাব।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি ন্যায্যতা, মানবাধিকার, সাম্য, স্বচ্ছতা ইত্যাদির পরিপন্থী বলে এটি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। আইনের শাসনের অভাব সুশাসন প্রতিষ্ঠার আরেকটি বড় সমস্যা। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান, সবার আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার রয়েছে এবং সবকিছুর ওপরে আইনের প্রাধান্য এগুলো হচ্ছে আইনের শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই আইনের শাসন পরিস্থিতি দুর্বল।

গ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন কর্মকমিশন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

স্বাধীন কর্মকমিশন প্রজাতন্ত্রের সরকারি কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে। এর মাধ্যমে দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা প্রশাসনে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। আর দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। এছাড়া স্বাধীন কর্মকমিশন কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকে। আর গণতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকারের যেকোনো ধরনের লঙ্ঘনের ঘটনাকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশন যদি স্বাধীন হয় তাহলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীকে বিচারের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করতে পারে, যা আইনের শাসনকে সুসংহত করে। আর আইনের শাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন কর্মকমিশন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয় ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে— উক্তিটি সঠিক।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আর এসব ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে হবে। সুশাসন ছাড়া সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সন্তানকে শিক্ষিত, রুচিবান ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই এসব ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে আইন সঠিকভাবে কার্যকর করা যায় না এবং সততা ও সতর্কতার সাথে একজন নাগরিক তার ভোটাধিকার প্রয়োগ ও প্রার্থী বাছাই করতে পারে না, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়। তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসন একই সময়ে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই ধাপে ধাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আবার সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা। নাগরিক অধিকারগুলো উপভোগ করতে চাইলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে চাইলে, রাষ্ট্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে চাইলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ সবাইকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

ওপরের আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, সুশাসন ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হয়।



[কার্টুনমেইক পাবলিক স্কুল ও কলেজ, নাদিমনিরহাট। প্রশ্ন নং ৩/]

- ক. বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের সূচক কয়টি? ১
- খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের বিষয়টি চিহ্নিত করে উক্ত বিষয়টি প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত বিষয়টি প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও সরকারের করণীয়গুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের সূচক চারটি।

খ আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে—এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন মূলত ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকের বিষয়টি হলো সুশাসন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়।

গণতন্ত্র সুশাসনের প্রথম শর্ত। সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা না হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। অগণতান্ত্রিক শাসন সুশাসনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব সুশাসনের অন্তরায়। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সুশাসনের আরও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। সরকারের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বিস্তৃত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক সময় সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করে। ফলে জনগণের মৌলিক অধিকার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়। যার ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ বৃন্দ্ব হয়ে যায়।

স্বাধীন বিচার বিভাগের অভাব সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। বিচার বিভাগ স্বাধীন না হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায় না। আইনের শাসনের অর্থ হলো সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সবাই আইনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। অনেক রাষ্ট্রেই আইনের শাসনের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ফলে জনগণ আইনের প্রতি প্রত্যাশা ও আস্থা হারিয়ে ফেলে। দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া সরকারের অদক্ষতা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরোধ, দেশপ্রেমের অভাব, গণসচেতনতার অভাব, দক্ষ নেতৃত্বের অভাব প্রভৃতিও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি নাগরিকরাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। মূলত সরকার ও নাগরিকের যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই সুশাসন পূর্ণতা পায়।

কার্যকরি আইনসভার মাধ্যমে শাসন বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং সুশাসনের পথ সুগম করতে হবে। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। তাই বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না রেখে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থাসমূহের নিকট কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করলে প্রশাসনিক জটিলতা দূর হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সেই সাথে সরকার ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সরকার ও প্রশাসনের দক্ষতা বাড়াতে হবে।



সুশাসনের মূল ভিত্তি হচ্ছে রাজনীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, নাগরিকের ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে হবে। আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজে সকলের অংশগ্রহণ করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রচুর ব্যয় হয়। তাই নাগরিকদের নিয়মিত কর দিতে হবে। জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করতে হবে। সর্বোপরি সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন করে দেশের জন্য কাজ করতে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, শুধু নাগরিক নয়, আবার শুধু সরকার নয়, সরকার ও নাগরিক উভয়কেই যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাহলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

**প্রশ্ন ২৪** তমাল মনে করে বাংলাদেশ দীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে স্বাধীন হলেও এখনও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাষ্ট্রের সকল স্তরে। কিন্তু তমাল স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার তুলনা করে দেখেনি। সে বুঝতে চেষ্টা করেনি রাষ্ট্রের সকল স্তরে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। তাকে বুঝতে হবে এসব কিছু সুশাসনের ফলেই হচ্ছে। যদিও সুশাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যাবে না। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের সকলের সচেতন হতে হবে।

[আমলা সরকারি কলেজ, মিরপুর, কুষ্টিয়া। প্রশ্ন নং ২/]

- ক. সুশাসন কী? ১  
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. তমালের কেন মনে হলো দেশে এখনো সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়নি? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. 'সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের সকলের সচেতন হতে হবে' উদ্দীপকে বর্ণিত বাক্যটির সত্যতা প্রমাণ করো। ৪

#### ২৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

**খ** আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে—এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন মূলত ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

**গ** দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে তমালের মনে হলো যে, দেশে এখনও সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়নি।

কোনো রাষ্ট্রে সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। সুশাসনের অন্যতম দাবি হলো রাষ্ট্রে একটি স্বচ্ছ আইনি কাঠামো থাকবে এবং এটি প্রত্যেকের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে। একে আইনের শাসন বলে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। জবাবদিহিতা হলো সুশাসনের মূল চাবিকাঠি। সুশাসন ব্যবস্থায় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি সব সেবাদায়ী প্রতিষ্ঠানকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। এছাড়া সাম্য, লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসব ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অগ্রগতি লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, তমাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার তুলনা না করেই মনে করে যে, স্বাধীনতার ৪৮ বছরেও দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ বাংলাদেশ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে এখনও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি তমালের এমন মনে হওয়ার কারণ হলো দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তার অসচেতনতা।

**ঘ** 'সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের সকলের সচেতন হতে হবে'—উদ্দীপকে বর্ণিত এ বাক্যটি সত্য।

কোনো দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকার ও নাগরিক উভয়কেই সচেতন হতে হবে। রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে সরকার। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে আইনসভাকে কার্যকর করে তুলতে হবে এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া সরকার ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমেও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নাগরিক সেবা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি বিষয়েও মনোযোগী হতে হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের সচেতনতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুশাসনের মূলভিত্তি হচ্ছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নাগরিকদের অংশগ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। নাগরিকরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যা সুশাসনের মান খর্ব করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো রাষ্ট্রীয় অর্থের পর্যাপ্ত যোগান থাকা। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য হলো নিয়মিত কর প্রদান করা।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার ও নাগরিকের সচেতন ভূমিকা অত্যাবশ্যক। উভয়ের সচেতনতার মাধ্যমেই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা পায়।

**প্রশ্ন ২৫** জনাব মহসিন সদ্য সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি সং ও দক্ষ কর্মকর্তা হিসাবে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করেছেন। কিন্তু অবসরকালীন পেনশন তুলতে গিয়ে তিনি পদে পদে দুর্নীতি আর হয়রানির শিকার হয়েছেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এমনকি মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পরেও তার সমস্যা সমাধান হয়নি। বাধা হয়ে তিনি জনগণকে সাথে নিয়ে দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের আন্দোলন শুরু করেছেন।

[মাসুদ রহমান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ২/]

- ক. স্বজনপ্রীতি কী? ১  
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব মহসিন সুশাসনের কোন অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়েছে — ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. জনাব মহসিনের আন্দোলন সফল হলে রাষ্ট্রে এর কী প্রভাব পড়তে পারে? বর্ণনা করো। ৪

#### ২৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দানের ক্ষেত্রে যোগ্যব্যক্তির বদলে স্বজনদের অগ্রাধিকার প্রদানই স্বজনপ্রীতি।

**খ** আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে—এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন মূলত ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব মহসিন সুশাসনের যে অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়েছে সেটি হলো দুর্নীতি।

দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করাকে বোঝায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হলো দুর্নীতি। সাম্প্রতিকালে দুর্নীতি অন্যতম একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ দুর্নীতিকে দেখা হয় একটা অভিশাপ হিসেবে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যদি দুর্নীতি প্রবেশ করে তবে সেখানে ন্যায়পরায়ণতা, আইনের শাসন আশা করা যায় না। ন্যায়পরায়ণতা ও আইনের শাসনের অনুপস্থিতি সুশাসনের পথে সরাসরি বাধা হিসেবে কাজ করে। সর্বোপরি শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি জনসাধারণকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। এমতাবস্থায় দুর্নীতি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে।



উদ্দীপকে দেখা যায় জনাব মহসিন সদ্য চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে অবসরকালীন পেনশন তুলতে গিয়ে পদে পদে তিনি দুর্নীতি আর হয়রানির শিকার হয়েছেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এমনকি মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পরেও তার সমস্যার সমাধান হয়নি। যা সুশাসনের বড় অন্তরায় দুর্নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** জনাব মহসিন জনগণকে সাথে নিয়ে দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের আন্দোলন শুরু করেছেন। রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের আন্দোলনের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমত ও সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল জনমত কে ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে।

জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে। জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার জনমতের চাপে জনকল্যাণকর আইন প্রণয়ন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার জনমতের চাপে দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট হয়, প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। এভাবে জনমতের চাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনাব মহসিন দুর্নীতি প্রতিরোধে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা যথার্থ। কেননা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকার জনমতের চাপে বাধ্য হয়েই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

**প্রশ্ন ২৬** ইথিওপিয়ায় যথেষ্ট প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর জবাবদিহিতার অভাব ও দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সেখানে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত। ফলে দেশটিতে দেখা দিয়েছে ব্যাপক অনিয়ম, স্বৈচ্ছাচারিতা ও দুর্ভিক্ষ। জাতিসংঘ দেশটিতে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক শান্তি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ২]

- ক. সুশাসন কী? ১
- খ. সুশাসনের বৈশিষ্ট্য গুলি লিখ। ২
- গ. উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রে কোন ধরনের সমস্যা রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনগণের সরকার বলতে কোন সরকারকে বোঝায়? এ ধরনের সরকারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৪

#### ২৬নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

**খ** সুশাসন একটি বহুমাত্রিক ধারণা। এর বেশ কিছু আদর্শ ও কার্যকরী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

সুশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো সরকারের স্বচ্ছতা, বৈধতা ও জবাবদিহিতা, জনগণের অংশগ্রহণ, প্রশাসনের দক্ষতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণমানুষের স্বাধীনতা, মুক্ত ও বহুভুক্তিক সমাজ, নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রভৃতি। সুশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের দৃষ্টিতে সব নাগরিককে সমান মর্যাদা দিতে হবে।

**গ** উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রে সুশাসনের অভাব রয়েছে।

কোনো রাষ্ট্রে সরকারের যদি জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুরক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে তাহলে সে শাসনকে সুশাসন বলা হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা, রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণ আইনের শাসন, প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদি। এসব শর্ত পূরণ না হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুশাসন না থাকলে জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হয় না এবং বিভিন্ন অনিয়ম ও স্বৈচ্ছাচারিতা তৈরি হয়। দেশের সব প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইথিওপিয়ায় যথেষ্ট প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর জবাবদিহিতার অভাব ইত্যাদি কারণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সেখানকার জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত। ফলে দেশটিতে দেখা দিয়েছে ব্যাপক অনিয়ম, স্বৈচ্ছাচারিতা ও দুর্ভিক্ষ। এসব বৈশিষ্ট্য সুশাসনের অনুপস্থিতিতে নির্দেশ করে। কেননা, সুশাসনের অভাবেই স্বৈচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্পদের সৃষ্টি বৃদ্ধি হয় না ও কোনো সম্পদই কাজে লাগানো যায় না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের দেশটিতে সুশাসনের অভাবজনিত সমস্যা রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত জনগণের সরকার বলতে সুশাসনকে বোঝায়।

বিশ্বব্যাপক এর মতে সুশাসন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। এই ব্যবস্থায় শাসক শুধু শাসনই করেন না বরং সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখারও চেষ্টা করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইথিওপিয়ায় যথেষ্ট প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তাই জাতিসংঘ দেশটিতে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছে। যা সুশাসনকে নির্দেশ করে। সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান হয় এবং সবার আইনের আশ্রয় লাভের সমান অধিকার থাকে। এছাড়া সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকার জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে তাই দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যায়, স্বাধীন বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসনের সেবাদর্মী মনোভাব, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, শক্তিশালী স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রভৃতি সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণ।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সুশাসনই সরকারকে জনগণের সরকারে পরিণত করে। তাই বলা যায় উদ্দীপকে বর্ণিত জনগণের সরকার বলতে সুশাসনকে বোঝায়।

**প্রশ্ন ২৭** জনাব রহিম সরকারি চাকরি থেকে সদ্য অবসর নিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। অবসরকালীন পেনশন তুলতে গিয়ে তিনি পদে পদে দুর্নীতি আর হয়রানির শিকার হয়েছেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পরেও তার সমাধান হয়নি। বাধ্য হয়ে তিনি জনগণকে সাথে নিয়ে দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের আন্দোলন করেছেন।

[সরকারি বরিশাল কলেজ। প্রশ্ন নং ১]

- ক. Civics শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রহিম সুশাসনের কোন অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব রহিমের আন্দোলন সফল হলে রাষ্ট্রে এর কী প্রভাব পড়তে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** Civics শব্দের অর্থ হলো পৌরনীতি।

**খ** যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ স্টুয়ার্ট সি. ডড (Stuart Carter Dodd) এর মতে, 'সামাজিক মূল্যবোধ হলো সেসব রীতিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ করে।' সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বা মানদণ্ড। সামাজিক শিষ্টাচার, সত্যতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, দানশীলতা, আতিথেয়তা, জনসেবা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক গুণাবলির সমষ্টি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতেই মানুষের আচরণ ও কাজের ভালোমন্দ বিচার করা হয়।



**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রহিম সুশাসনের অন্যতম অন্তরায় দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছেন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বড় বাধা হলো দুর্নীতি। ব্যক্তিগত হাঙ্গামার উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি। অন্যভাবে বলা যায় যে কর্মকাণ্ড সাধারণভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং নীতিবিরুদ্ধ তাকেই দুর্নীতি বলা হয়। দুর্নীতি ন্যায্যতা, মানবাধিকার, সাম্য, স্বচ্ছতা ইত্যাদির পরিপন্থী বলে এটি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সং ও দক্ষ কর্মকর্তা জনাব রহিম সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর অবসরকালীন পেনশন তুলতে গিয়ে পদে পদে দুর্নীতি আর হরারানির শিকার হন। বাধা হয়ে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বুকে দাঁড়িয়েছেন। এর দ্বারা প্রশাসনের দুর্নীতিগ্রস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনেই কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ইচ্ছেমতো কাজ করে। জনসেবা তাদের কাছে কোনো গুরুত্ব রাখে না। তাই বলা যায় উদ্দীপকের রহিম দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছেন। উদ্বর্তন কর্মকর্তা, মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পরেও তার সমাধান হয়নি। এ ধরনের দুর্নীতি সুশাসনের অন্যতম বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

**ঘ** সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অন্তরায় দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য জনাব রহিম জনমত গঠনের আন্দোলন করছেন তার এ আন্দোলন সফল হলে রাষ্ট্রে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে এবং জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার জনমতের চাপে জনকল্যাণে আইন প্রণয়ন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার জনমতের চাপে দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট হয়, প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। এভাবে জনমতের চাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব রহিম দুর্নীতি প্রতিরোধে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমতকে সংগঠিত করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে সরকার জনমতের চাপে বাধ্য হয়েই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হতে পারে। আর সুশাসন দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায় জনাব রহিমের আন্দোলন সফল হলে রাষ্ট্রে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

**প্রশ্ন-২৮** এক সেমিনারে বক্তারা উল্লেখ করেন যে, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রতিবছর দেশের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রথম দশ মাসে বাস্তবায়ন করা যায় না। বাকি দুই মাসে তাড়াহুড়া করে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেকে দুর্নীতির আশ্রয় নেয় এবং অর্থেরও অনেক অপচয় হয়।

*[স্বল্পসীমিত মতামত, পাবনা। প্রশ্ন নং ৫]*

- ক. 'NGO' এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক জবাবদিহিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে সুশাসনের কোন প্রতিবন্ধকতার প্রতিফলন দেখা যায়? নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত সমস্যা সমাধানের পথ বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ২৮নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'NGO' এর পূর্ণরূপ হলো Non Governmental Organization।

**খ** সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সরকার থেকে শুরু করে সর্বস্তরে শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রশাসনিক জবাবদিহিতার নীতি থাকা অপরিহার্য। কেননা সরকারি নীতি নির্ধারণে ও বাস্তবায়নে যদি প্রশাসনিক জবাবদিহিতা না থাকে তাহলে সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। এটি সুশাসনের জন্য অন্তরায়। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**গ** উদ্দীপকে বাংলাদেশে সুশাসনের প্রতিবন্ধকতার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দুর্নীতির প্রতিফলন দেখা যায়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে না পারলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা এবং দুর্নীতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, এক সেমিনারে বক্তারা উল্লেখ করেন প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতায় প্রতিবছর দেশের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প দশ মাসে বাস্তবায়ন করা যায় না। বাকি দুই মাসে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে অনেকে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। যাতে অর্থেরও অপচয় হয়। এটি আমলাতন্ত্রের অনিয়মকে নির্দেশ করে। আমলাদের দক্ষতার ওপরই প্রশাসনের সফলতা নির্ভর করে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অনেক দেরি হয়ে যায়। এই দীর্ঘসূত্রিতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরেকটি বড় বাধা হলো দুর্নীতি। এটি ন্যায্যতা, সাম্য, স্বচ্ছতা ইত্যাদির পরিপন্থী বলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। উদ্দীপকে এই বিষয় দুটিই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশে সুশাসনের প্রতিবন্ধকতার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতির প্রতিফলন রয়েছে।

**ঘ** বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা ও দুর্নীতির সমস্যা রয়েছে, যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে তাকে সুশাসন বলে। সুশাসন নিশ্চিত করা সহজ নয়। বাংলাদেশেও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা দূর করার জন্য আমলাতন্ত্রের ওপর জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আমলারা হচ্ছেন দেশের প্রশাসনের চালিকাশক্তি। তারা যদি সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে রাষ্ট্রব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রিতা দূর করার জন্য তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক হবে। রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেই দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্সের সঠিক বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রশাসনের সবক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে।

**প্রশ্ন-২৯** তামিমার দেশে আইনের শাসন বিদ্যমান। তার দেশের সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত এবং জনগণের নিকট দায়িত্বশীল। সেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুপ্রতিষ্ঠিত। জনগণ ও রাষ্ট্রীয় যেকোনো কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে। যার ফলে তার দেশটি দিন দিন উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

*[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ২]*

- ক. সুশাসন কী? ১
- খ. 'সুশাসনের জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য' — ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে তামিমার দেশে কী ধরনের শাসন বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত শাসন উন্নয়নের পূর্বশর্ত — উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

#### ২৯নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সুশাসন হচ্ছে সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসন।



খ. সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। আর এই আইন হতে হবে সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও জনগণকে একসাথে কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি ও আন্তরিকতা যেমন জরুরি, সেইসাথে জনগণেরও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। কেননা, আইনের শাসন ব্যতীত কোনোভাবেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর এজন্য প্রয়োজন সরকারের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, রাষ্ট্রের নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ।

গ. উদ্দীপকে তামিমার দেশে যে ধরনের শাসন বিদ্যমান সেটি হলো সুশাসন।

যে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, অবাধ তথ্য প্রবাহ, জনগণকে উন্নত সেবা দান, কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা ও সাম্য বিরাজ করে, তাকে সুশাসন বলে। সুশাসনের মৌলিক ও প্রথম কথা হলো এর আওতায় সকল কাজ হবে অপব্যবহার ও দুর্নীতিমুক্ত এবং ন্যায়ভিত্তিক ও আইনের শাসনের প্রতি শর্তহীনভাবে অনুগত। আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই সর্বত্র সুশাসনের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এসব ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিরাজ করে। জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। রাষ্ট্র জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তামিমার দেশের সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত এবং জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল। সেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুপ্রতিষ্ঠিত। জনগণও রাষ্ট্রীয় যেকোনো কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। যা সুশাসন এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা সুশাসনের ফলেই রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। যার ফলে সরকার ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলা যায়, তামিমার দেশে সুশাসন বিদ্যমান।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসন অর্থাৎ সুশাসন উন্নয়নের পূর্বশর্ত— উদ্ভিটি যথার্থ।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থকঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুশাসনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুশাসন ছাড়া জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাক স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। সুশাসনের ফলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে। ক্ষমতার ঔন্মত্য ও অপব্যবহার রোধ, কাজের দীর্ঘসূত্রিতা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার অভাব ইত্যাদির দূরীকরণ কেবলমাত্র সুশাসনের মাধ্যমেই সম্ভব। সুশাসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতাদের চারিত্রিক শুদ্ধতা আসে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। দেশীয় উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়। ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। সুশাসনের মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

এছাড়া সুশাসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাক স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকে। রাষ্ট্র জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করে। সুশাসনের এসব গুরুত্বের বিষয় উদ্দীপকে তামিমার দেশের ক্ষেত্রেও প্রকাশিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়, রাষ্ট্রের সকল দিক ও পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক। আর এ কারণেই বর্তমান বিশ্বে সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সর্বাধিক।

প্রশ্ন-৩০ 'ক' মহাদেশের একটি রাষ্ট্রের কথা বলছি। সে রাষ্ট্রে একটি আইনসভা আছে। কিন্তু অর্থবহ নির্বাচন ছাড়া যেনতেন প্রকারে আইনসভা গঠিত হয়। আইনসভার একজন মন্ত্রীর কাছে তার মন্ত্রণালয় সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলে ঠিকমতো জবাব পাওয়া যায় না। প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রায়শই অস্বীকৃতি জানিয়ে মন্ত্রী বলে, তার মন্ত্রণালয় কারো কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নয়। /মাসুদা সরকারি মহিলা কলেজ / প্রশ্ন নং ২/

- ক. সুশাসন কী? ১
- খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যাগুলো কী? ২
- গ. মহাদেশের ঐ রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কী সমস্যা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত সমস্যা একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা-ব্যাখ্যা করে বোঝাও। ৪

### ৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সরকারের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলো হলো শান্তি ও স্থিতিশীলতার সংকট, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, নেতৃত্বের সংকট, নাগরিক অসচেতনতা, কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা কাঠামো, অকার্যকর আইনসভা, আইনের শাসনের অভাব, ই-গভর্নেন্সের অনুপস্থিতি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব প্রভৃতি।

গ. মহাদেশের ঐ রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সমস্যা বিদ্যমান তা হলো অকার্যকর আইনসভা।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত আইনসভা প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আইনসভার সদস্যরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা সংসদে তুলে ধরেন। বিরোধী দল সরকারের ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করবে যা থেকে সরকার নিজেদের কার্যক্রম সংশোধন করবে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই আইনসভা দুর্বল ও অকার্যকর। এসব দেশে নানা মাত্রায় শাসন বিভাগের স্বৈচ্ছাচারিতা লক্ষ করা যায়। এটিও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' মহাদেশের একটি রাষ্ট্রের আইনসভার একজন মন্ত্রীর কাছে তার মন্ত্রণালয় সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলে ঠিকমতো জবাব পাওয়া যায় না। প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রায়শই অস্বীকৃতি জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, তার মন্ত্রণালয় কারো কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নয়। এ ঘটনায় আইনসভায় শাসন বিভাগের স্বৈচ্ছাচারিতা প্রকাশ পেয়েছে। যা অকার্যকর আইনসভায় লক্ষ করা যায়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' মহাদেশের রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম সমস্যা অকার্যকর আইনসভার উপস্থিতি বিদ্যমান।

ঘ. উক্ত সমস্যা অর্থাৎ অকার্যকর আইনসভা একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা— কথাটি সঠিক।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন- আইনের শাসনের অভাব, দুর্নীতি, জনসচেতনতার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকা প্রভৃতি। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা হলো অকার্যকর আইনসভা। কেননা আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের রাষ্ট্রটিতেও আইনসভা অকার্যকর হওয়ার কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো গণতন্ত্র। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পাশাপাশি শাসন বিভাগ যাতে স্বৈচ্ছাচারী না হতে পারে তাই আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সরকার এবং প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করায় আইন বিভাগের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাগুলো আইনসভায় আইন প্রণয়ন ও সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা দূর করা যেতে পারে। কিন্তু, আইনসভা অকার্যকর হলে তা কার্যকর করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। কেননা যথাযথ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সুশাসনের পূর্বশর্ত, যা কার্যকর আইনসভা ছাড়া সম্ভব নয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক বাধা থাকলেও, অকার্যকর আইনসভা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। তাই বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অকার্যকর আইনসভা সবচেয়ে বড় বাধা।



## দ্বিতীয় অধ্যায়: সুশাসন

### ★★ সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

- মিডিয়ায় স্বাধীনতা প্রয়োজন কেন? *[বি এ এক শাখীন জনজ, পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইল]*
  - সরকারের সফলতা তুলে ধরার জন্য
  - প্রকৃত তথ্য জানার জন্য
  - সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরার জন্য
  - সরকারের সমালোচনা করার জন্য
- সুশাসনের জন্য স্বচ্ছতা প্রয়োজন কেন? *[কি. কে. ১০]*
  - দুনীতি রোধ করে
  - আমলা নির্ভরতা কমায়ে
  - আইনের শাসন নিশ্চিত করে
  - ধনী গরিবের বৈষম্য কমায়ে
- জাতিসংঘের কোন প্রতিষ্ঠান সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে? *[কি. কে. ১০]*
  - UNESCO
  - UNDP
  - UNICEF
  - UNHCR
- সুশাসনের পূর্বশর্ত কী? *[কি. কে. ১০]*
  - সরকারের শাসন
  - নেতার শাসন
  - জনগণের শাসন
  - আইনের শাসন
- সুশাসন হচ্ছে একটি— *[অনুধাবন]*
  - পশ্চিমা ধ্যান ধারণা
  - আদর্শ পরিচালনা ব্যবস্থা
  - আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা
  - পুরাতন- ধ্যান-ধারণা
- কোনটি সামাজিক ক্ষেত্রে সুশাসন? *[অনুধাবন]*
  - সাংস্কৃতিক স্বাভাব্য রক্ষা
  - আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
  - রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
  - বেকারত্ব হ্রাস
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কোনটিকে অগ্রাসন থেকে রক্ষা করে? *[জান]*
  - জাতিকে
  - ব্যক্তিকে
  - ধর্মকে
  - আত্মবিশ্বাসকে
- বাংলাদেশে কখন নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়? *[জান]*
  - ২০০৬ সালের ১ নভেম্বর
  - ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর
  - ২০০৮ সালের ১ নভেম্বর
  - ২০০৯ সালের ১ নভেম্বর
- 'জনগণের কণ্ঠস্বর' বলা হয় কোনটিকে? *[অনুধাবন]*
  - নির্বাচন
  - আইনসভা
  - গণমাধ্যম
  - বিচার বিভাগ
- স্বচ্ছতার ইংরেজি কী? *[জান]*
  - Transport
  - Transparency
  - Transformation
  - Translate
- মানবাধিকারের মুখপাত্র কোনটি? *[জান]*
  - ইউনেস্কা
  - ইউনিসেফ
  - জাতিসংঘ
  - জাতিপুঞ্জ
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া হতে হবে— *[অনুধাবন]*
  - গোপনীয়
  - স্বচ্ছ
  - আইন বিভাগ কর্তৃক
  - শাসন বিভাগ



- ছকের '৭' চিহ্নিত স্থান কোনটি বসবে?
  - সুশাসন
  - দায়িত্বশীলতা

- 'Democracy is a government of the people, by the people and for the people.' - উক্তিটি কার? *[জান]*
  - এরিস্টটলের
  - অব্রাহাম লিংকনের
  - লর্ড ব্রাইসের
  - অধ্যাপক গার্নারের
- প্রতিষ্ঠানের বিকাশের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান কোনটি? *[জান]*
  - সুশাসন
  - ন্যায়বিচার
  - গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
  - কমতার কাঠামো
- বর্তমানে 'ক' রাষ্ট্রে দুনীতি, অপরাধ ও সন্ত্রাস অনেকাংশেই কমে গেছে। সবাই সমানভাবে তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করছে। 'ক' রাষ্ট্রে কী বিদ্যমান? *[প্রয়োগ]*
  - প্রশাসন
  - সুশাসন
  - স্বায়ত্তশাসন
  - স্বৈরশাসন
- সুশাসন বলতে বোঝায়— *[কি. কে. ১০]*
  - রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
  - সরকারি সিদ্ধান্তের বৈধতা
  - শাসক ও শাসিতের বৈধতা
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - i ও ii
  - ii ও iii
  - i ও iii
  - i, ii ও iii
- সুশাসনের জন্য নাগরিকের করণীয় হলো— *[কি. কে. ১০]*
  - শিক্ষিত ও সচেতন হওয়া
  - সাম্প্রদায়িক ও সচেতন হওয়া
  - দেশপ্রেমিক হওয়া
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - i ও ii
  - i ও iii
  - ii ও iii
  - i, ii ও iii
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বাঙ্গীকরণ গুরুত্বপূর্ণ হলো— *[কি. কে. ১০]*
  - কল্যাণমূলক রাষ্ট্র
  - নিরপেক্ষ সুশীল সমাজ
  - নিরন্তর ও সমন্বিত কর্মপ্রচেষ্টা
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - i
  - ii
  - iii
  - i, ii ও iii

চিত্রটি দেখে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



- উপরের চিত্রে '৭' স্থানে কোনটি বসবে? *[প্রয়োগ]*
  - গণতন্ত্র
  - স্বচ্ছচারিতা
  - অগণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
  - দুর্বল আমলাতন্ত্র
- চিত্রে উল্লিখিত বিষয়ের ফলে— *[উচ্চতর দক্ষতা]*
  - নাগরিকেরা পরস্পরের প্রতি সহনশীল হয়
  - নাগরিকদের সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে
  - প্রশাসনে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - i ও ii
  - i ও iii
  - ii ও iii
  - i, ii ও iii



## ★★ সুশাসনের সমস্যা

২২. বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বাধা কোনটি? [সি. বো. ১৬, জা. বো. ১০, ক. বো. ১০]

- (ক) দুর্নীতি (খ) অধিক জনসংখ্যা  
(গ) একাধিক রাজনৈতিক দল  
(ঘ) এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা

২৩. সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে— [ক. বো. ১০]

- (ক) জনসমর্থনের অভাব  
(খ) অধিক রাজনৈতিক দল  
(গ) জবাবদিহিতার অভাব  
(ঘ) অগণতান্ত্রিক আচরণ

২৪. সুশাসন কখন বাধাগ্রস্ত হয়? [ক. বো. ১৬, জা. বো. ১০]

- (ক) অর্থ সম্পদের অভাবে  
(খ) জনসংখ্যা কম হলে  
(গ) আইনের শাসন না থাকলে  
(ঘ) সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর অভাবে

২৫. পরিবর্তন প্রতিরোধের মানসিকতা প্রকটভাবে দেখা যায়— [অনুধাবন]

- (ক) নাগরিকদের মধ্যে  
(খ) শিক্ষকদের মধ্যে  
(গ) বিশেষজ্ঞদের মধ্যে  
(ঘ) আমলাদের মধ্যে

২৬. সুশাসনের মানদণ্ড কোনটি? [অনুধাবন]

- (ক) জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি  
(খ) জনস্বার্থ  
(গ) সম্মতি (ঘ) সন্তুষ্টি

২৭. 'ক' দেশ দুর্নীতিতে বারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়। 'ক' দেশের আমলাদের মধ্যে যেটির অভাব রয়েছে— [অনুধাবন]

- (ক) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা  
(খ) আইনের শাসন  
(গ) ধর্মীয় সহিষ্ণুতা (ঘ) শিক্ষা ও সচেতনতা

২৮. সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়— [অনুধাবন]

- (ক) আইনের শাসন না থাকলে  
(খ) অর্থ সম্পদ না থাকলে  
(গ) সুসজ্জিত সেনাবাহিনী না থাকলে  
(ঘ) জনসংখ্যা কম থাকলে

২৯. যদি শুধু নামমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর থাকে তবে কোনটি ঘটবে? [অনুধাবন]

- (ক) ছেচ্ছাচারিতার জন্ম হবে  
(খ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে  
(গ) সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে  
(ঘ) অর্থনৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে

৩০. কীসের ওপর কোনো প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে?

- (ক) শাসনকারী (খ) ফলপ্রসূ শাসনকার্য  
(গ) ব্যক্তিত্ব (ঘ) স্বজনপ্রীতি

৩১. 'ক' হলো 'খ' রাষ্ট্রের নাগরিক। এই 'খ' রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিক নিজেকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান রয়েছে কোনটি? [প্রয়োগ]

- (ক) ছেচ্ছাচারিতা (খ) সুশাসন  
(গ) চরম রাজতান্ত্রিকতা  
(ঘ) দক্ষ বিচারক

৩২. কুর্দি কী? [জান]

- (ক) একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী

(খ) একটি স্বাধীন দেশ

(গ) একটি জলপ্রপাত

(ঘ) একটি দেশের রাজধানী

৩৩. দারিদ্র্যের মূল কারণ কোনটি? [জান]

- (ক) দুর্নীতি (খ) আমলাতন্ত্র  
(গ) অস্থির নেতৃত্ব  
(ঘ) গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা

৩৪. কার দক্ষতার ওপর প্রশাসনের দক্ষতা নির্ভর করে? [জান]

- (ক) আমলা (খ) ইঞ্জিনিয়ার  
(গ) আইনজীবী (ঘ) সরকার প্রধান

৩৫. ক্ষমতার কাঠামো কীসের ওপর নির্ভর করে? [জান]

- (ক) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা  
(খ) রাজনৈতিক ব্যবস্থা  
(গ) সামাজিক ব্যবস্থা  
(ঘ) সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা

৩৬. টেকসই উন্নয়নের জন্য কোনটি প্রয়োজন? [জান]

- (ক) অগণতান্ত্রিক মূল্যবোধ  
(খ) প্রতিষ্ঠানিকীকরণ  
(গ) দুর্বল প্রশাসন (ঘ) অদক্ষ নেতৃত্ব

৩৭. বোরহান সরকারি আমলা। কোনো কাজ তিনি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে করতে চান না এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করেন। কোন বিষয়টি বোরহানের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে? [প্রয়োগ]

- (ক) উচ্চবেতন (খ) সৃষ্ট কর্ম পরিবেশ  
(গ) জবাবদিহিতা (ঘ) কঠোর শাস্তি

৩৮. দুর্নীতির কারণে— [সি. বো. ১০]

- i. উন্নয়ন ব্যাহত হয়  
ii. জনগণ বিদ্রোহী হয়  
iii. সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৯. দুর্নীতির বিচার না হলে— [সি. বো. ১০]

- i. দুর্নীতি বেড়ে যায়  
ii. উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়  
iii. সমাজে অযোগ্যদের দাপট বেড়ে যায়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪০. বিচার বিভাগ স্বাধীন না হলে— [অনুধাবন]

- i. আইনের শাসন কার্যকর হয়  
ii. ন্যায়বিচার ভুলুঠিত হয়  
iii. সবল দুর্বলকে গ্রাস করে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii  
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪১. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে— [অনুধাবন]

- i. দুর্নীতি  
ii. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা  
iii. অদক্ষ নেতৃত্ব  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★ সুশাসনের সমস্যা সমাধানের উপায়



৪২. একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে কোনটি

১. ১. জান? [অনুধাবন]

- ক) রাজনৈতিক ঐকমত্য
- খ) আনুষ্ঠানিক ঐকমত্য
- গ) আঞ্চলিক ঐকমত্য
- ঘ) জাতীয় ঐকমত্য

৪৩. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত কোনটি?

[জান]

- ক) জেডার সমতা আনয়ন
- খ) সরকার পরিবর্তন করা
- গ) সুশাসন প্রতিষ্ঠা
- ঘ) নির্বাচিত সরকার

৪৪. দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন সংস্থা UNCAC

নামে কনভেনশন প্রণয়ন করে? [জান]

- ক) জাতিসংঘ
- খ) এডিবি
- গ) জাইকা
- ঘ) জাতিপুঞ্জ

৪৫. সুশাসনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ কীসের ওপর নির্ভর করে? [অনুধাবন]

- ক) নাগরিকদের সামর্থ্যের ওপর
- খ) নাগরিকদের সচেতনতার ওপর
- গ) নাগরিকদের শিক্ষার ওপর
- ঘ) নাগরিকদের চরিত্রের ওপর

৪৬. সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত কী? [জান]

- ক) রাজতন্ত্র
- খ) গণতন্ত্র
- গ) স্বৈরতন্ত্র
- ঘ) অভিজাততন্ত্র

৪৭. রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি কে? [জান]

- ক) রাষ্ট্রনায়ক
- খ) নাগরিক
- গ) পার্লামেন্ট
- ঘ) প্রধান বিচারপতি

৪৮. জবাবদিহিতা থাকলে কোনটি ভ্রাস পায়? [জান]

- ক) দুর্নীতি
- খ) গণতন্ত্র
- গ) জনসচেতনতা
- ঘ) আইনের শাসন

৪৯. আইনের শাসন অর্থ কী? [জান]

- ক) কেউ কেউ আইনের উপরে
- খ) আইনের দৃষ্টিতে অসমান
- গ) আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান
- ঘ) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

৫০. কোনটি রাষ্ট্রের সম্পদ? [জান]

- ক) দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি
- খ) আমলারা
- গ) সচেতন জনগণ
- ঘ) মন্ত্রীগণ

৫১. কোনটি গণতন্ত্রের প্রাণ? [জান]

- ক) রাজনৈতিক দল
- খ) নির্বাচন
- গ) ভোটের পদ্ধতি
- ঘ) চমৎকার পরিবেশ

★★ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয়

৫২. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত কোনটি?

[কোনটি উত্তর দেবেন? চাও!]

- ক) সুশাসন প্রতিষ্ঠা
- খ) নগররাষ্ট্র গঠন
- গ) সরকার পরিবর্তন
- ঘ) জেডার সমতা

৫৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় কী? [অনুধাবন]

- ক) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
- খ) সরকারের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি
- গ) তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা
- ঘ) রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া

৫৪. 'ক্ষমতার বৈধতা' বলতে কী বুঝায়? [অনুধাবন]

- ক) নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির নিয়মকানুন
- খ) সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর

৫৫. 'আইনের চোখে সকলে সমান' - উক্তিটি কে করেছেন? [জান]

- ক) অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাম্বিক
- খ) লর্ড ব্রাইস
- গ) অধ্যাপক ডাইসি
- ঘ) অধ্যাপক হারমান ফাইনার

৫৬. বর্তমানে সুশাসন বাস্তবায়নের পথে কোনটিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? [অনুধাবন]

- ক) ই-কমার্স
- খ) ই-গণতন্ত্র
- গ) ই-হেলথ
- ঘ) ই-গভর্নেন্স

৫৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কোনটির বিকল্প নেই? [অনুধাবন]

- ক) তথ্য অধিকার আইন
- খ) সামাজিক আইন
- গ) আইনের প্রয়োগ দলীয় ব্যক্তি দ্বারা নির্ধারিত
- ঘ) দল সংস্থাগুলোর উন্নয়ন

৫৮. কীসের মাধ্যমে 'শ্রমিকের ক্ষমতায়ন' ঘটে?

[অনুধাবন]

- ক) মানবাধিকার
- খ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
- গ) কর্মের স্বাধীনতা
- ঘ) বিচার বিভাগ

৫৯. দারিদ্র্য পীড়িত মানুষ কী রূপ হয়? [অনুধাবন]

- ক) শারীরিকভাবে সবল
- খ) মানসিকভাবে সবল
- গ) অর্থনৈতিকভাবে সবল
- ঘ) শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল

৬০. সরকারের স্বার্থকে এক সূতোয় বাঁধার অপর নাম কী? [জান]

- ক) ক্ষমতা
- খ) জনগণ
- গ) দক্ষ নেতা
- ঘ) সুশাসন

৬১. কোনটিকে সমুন্নত রাখা সরকারের অতি পবিত্র দায়িত্ব? [জান]

- ক) শাসন বিভাগকে
- খ) আইন বিভাগকে
- গ) সংবিধানকে
- ঘ) বিচার বিভাগকে

৬২. রাষ্ট্রের মূল পরিচালক কে? [জান]

- ক) সরকার
- খ) পার্লামেন্ট
- গ) আইন বিভাগ
- ঘ) বিচার বিভাগ

৬৩. 'সকলের সকল নিরাপত্তা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত।' - উক্তিটি কার? [জান]

- ক) জেমস বুকানন
- খ) বুজভেন্ট
- গ) থমাস জেফারসন
- ঘ) আব্রাহাম লিংকন

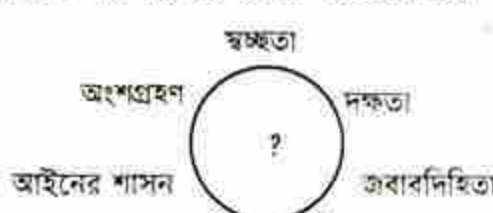
৬৪. আইনসভাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারকে যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে— [অনুধাবন]

- i. আইনসভার কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা
- ii. রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা
- iii. এতে সরকারি ও বিরোধী দলের ভারসাম্য বজায় রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করে ৬৫ ও ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:





৬৫. উপরের চিত্রে '১' চিহ্নিত স্থানে বসবে— [প্রয়োগ]

- ক গণতন্ত্র খ সুশাসন  
গ আমলাতন্ত্র ঘ বিচার বিভাগ

৬৬. উপরের চিত্রে বিষয়গুলো নিশ্চিত করার প্রধান দায়িত্ব হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

- ক নাগরিকের খ শাসন বিভাগের  
গ আমলাতন্ত্রের ঘ বিচার বিভাগের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে এবং ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফারাহ মুনতাহা চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডনে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্মভূমি এ দেশটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এদেশে আইনের চোখে সকলেই সমান। এদেশের জনগণ শিক্ষিত ও সচেতন। রাজনৈতিক অস্থিরতা না থাকায় দেশটি অর্থনৈতিক দিক থেকেও উন্নত ও সমৃদ্ধ।

৬৭. যুক্তরাজ্যে নিচের কোনটি বিদ্যমান? [প্রয়োগ]

- i. আইনের শাসন  
ii. স্থিতিশীল রাজনীতি  
iii. জনগণের সচেতনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৮. যুক্তরাজ্যের যে ভালো দিকগুলো চোখে পড়ে তা কীসের বৈশিষ্ট্য? [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. গণতন্ত্রের  
ii. আইনের শাসনের  
iii. আর্থিক সম্বলতার

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

★ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৬৯. প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা লাভ করা আবশ্যিক কেন? [অনুধাবন]

- ক শিক্ষা স্বচ্ছতা আনে বলে  
খ শিক্ষা দারিদ্র্য দূর করে বলে  
গ শিক্ষা মানবীয় গুণাবলি বিকশিত করে বলে  
ঘ শিক্ষা ছাড়া জীবন চলে না বলে

৭০. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো— [অনুধাবন]

- ক সরকার পরিচালনা  
খ অধিকার ভোগ করা  
গ নিয়মিত ব্যবসা করা  
ঘ নিয়মিত কর প্রদান

৭১. সামাজিক উন্নয়নের বিশেষ দিক কোনটি? [জ্ঞান]

- ক দারিদ্র্য  
খ নারী ক্ষমতায়ন  
গ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ  
ঘ স্থানীয় সরকারের অকার্যকারিতা

৭২. কোনটি নাগরিকের বড় গুণ? [জ্ঞান]

- ক সচেতনতা খ অসচেতনতা  
গ কর্তব্যবাহীনতা ঘ দুর্নীতিগ্রস্ত

৭৩. গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র কী? [জ্ঞান]

- ক সাম্য খ নৈরাজ্য  
গ অপশাসন ঘ বিশৃঙ্খলা

৭৪. সুশাসনের মূল চাবিকাঠি কোনটি? [জ্ঞান]

- ক জবাবদিহিতা খ বিরুদ্ধাচারণ  
গ নাগরিক ক্ষমতায়ন  
ঘ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

৭৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো— [অনুধাবন]

- i. রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা  
ii. নিয়মিত কর প্রদান করা  
iii. ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

★★ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব

৭৬. সভ্য সমাজের মানদণ্ড কোনটি? [জ্ঞান] / ব. বো. ১০/

- ক সুশাসন খ আইনের শাসন  
গ উন্নত সামাজিক মূল্যবোধ  
ঘ সামাজিক সাম্য

৭৭. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের অনুপস্থিতি— [পরীক্ষা]

- i. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে  
ii. শাসন বিভাগকে শক্তিশালী করে  
iii. স্বৈরাচারের উৎপত্তি ঘটায়  
iv. সামরিক শাসন ত্বরান্বিত করে

৭৮. জাতিসংঘের কোন উপদেষ্টা বলেন 'যে সমস্ত দেশে সুশাসন আছে কেবল সে সমস্ত দেশেই ঋণ মওকুফ করা হবে'? [জ্ঞান]

- ক বান কি মুন খ ইব্রাহিম গানবারি  
গ পিয়েরে ট্রুডো ঘ নেলসন ম্যান্ডেলা

৭৯. গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অর্থ কী? [অনুধাবন]

- ক সবকিছু রিপোর্টিং করার স্বাধীনতা  
খ সরকারের স্বার্থ তুলে ধরা  
গ জনস্বার্থের বিষয়গুলো তুলে ধরা  
ঘ রাজনীতিকদের অবস্থা তুলে ধরা

৮০. সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কোন দেশকে রোল মডেল হিসেবে ধরা হয়? [জ্ঞান]

- ক রাশিয়া খ ব্রিটেন  
গ ফ্রান্স ঘ চীন

৮১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়— [বা. বো. ১০/]

- i. ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য  
ii. কর্মের দীর্ঘসূত্রীতার জন্য  
iii. রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র চর্চা না করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো—

- i. দুর্নীতি রোধ ii. দারিদ্র্য বিমোচন  
iii. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৩. সুশাসনের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব— [অনুধাবন]

- i. গোড়ামি  
ii. কৃপমন্ডকতা iii. কুসংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii